87 ৭/১৮৭ 187

শ্রীশ্রীনাম রসায়ন

2/238

PRESENTED

গ্রন্থকার—

শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ
যোগানন্দস্বামী।

LIBRARY
No. 187 2/238
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

9/187

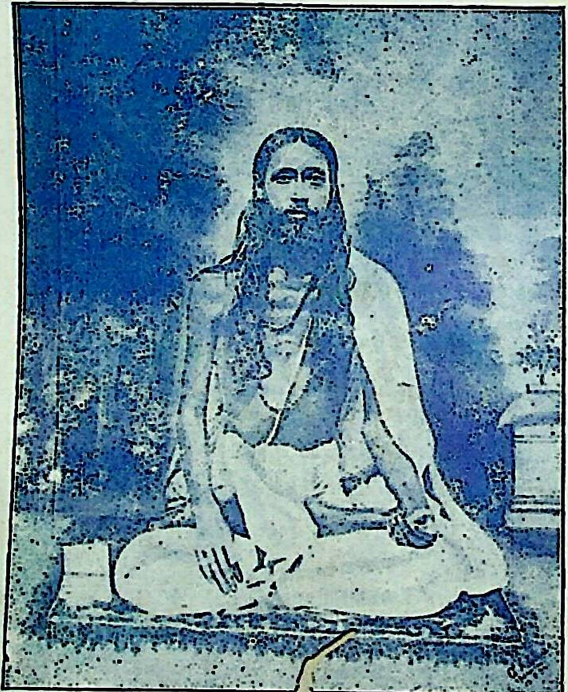

পূজ্যপাদ গুরুদেব শ্রীযুক্ত দাশরথি স্মৃতিভূষণ

শ্রীশ্রীনাম রসায়ন

গ্রন্থকার

শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ
যোগানন্দস্বামী।

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

মূল্য ১৲ মাত্র।

প্রকাশক :—
শ্রীবিষ্ণুমোহন চট্টোপাধ্যায়।
ভদ্রেশ্বর, হুগলী।

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীশ্রীরামাশ্রম।
ডুমুরদহ, হুগলী।
ও
শ্রীশ্রীজয়গুরু সম্প্রদায়।
ভদ্রেশ্বর, হুগলী।

৭।৬৭

সূচীপত্র।

প্রথম প্রবাহ

বিজ্ঞপ্তি	১
মঙ্গলাচরণ	২৩
প্রার্থনা	২৬
উৎসর্গ	২৭
সীতারাম তত্ত্ব	২৮
রাম শব্দের ব্যুৎপত্তি	৩০
রাম নাম মাহাত্ম্য	৩৩

দ্বিতীয় প্রবাহ

প্রেমের দেবতা	৪৮
আমি আছি ওরে	৫০
নাম রসায়ন	৫৩
মিলন	৮৯

LIBRARY
No
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

প্রথম প্রবাহ

Shri Shri Ma Anandamayee ...
BANARAS
9/187
৭।১৪৭

শ্রীশ্রীগুরবে

নমঃ।

শ্রীশ্রীরামাশ্রম
১১/৬/৪৩

শ্রীশ্রীনাম রসায়ন

বিজ্ঞপ্তি

চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং।
বিন্দুনাদ কলাতীতং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

ভব ভয় হরমেকং ভানু কোটি প্রকাশম্
করধৃত শর চাপং কাল মেঘাবভাসম্।
কনক রুচির বস্ত্রং রত্নবৎ কুণ্ডলাঢ্যম্
কমল বিশদ নেত্রং সানুজং রাম মীড়ে ॥

হে গুরো, হে কমল লোচন রাম, তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি। তুমি প্রসন্ন হও।

সীতারাম, কেবল শাস্ত্রেই যে কলিযুগ অতি দারুণ একথা শ্রবণ করা যায় তাহা নহে। সাধুগণ কলির ভীষণ তাণ্ডব নর্ত্তন নিত্যই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। না আছে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, না আছে সদাচার শুদ্ধ আহার, পিতামাতা দেব দ্বিজে ভক্তি নাই, সাধুসেবা অতিথিসেবা দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যোপাসনা বর্জ্জিত শিশ্নোদর পরায়ণ ও অর্থলিপ্সু হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছেন। রমণীগণও পতি সেবা গুরুজন সেবার কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। আছে শুধু ভোগ আর ভোগ! ইহ লোক ভিন্ন আর কিছু আছে ইহা বিশ্বাস করিবার লোক ক্রমে দুর্ল্লভ হইয়া আসিতেছেন।

যাঁহারা যথেচ্ছাচারী তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র পথে চলিতে চাহেন তাঁহাদের অধুনা আত্মরক্ষা করা কত কঠিন তাহা ভুক্ত ভোগী মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। কোন দিকে চাহিবার উপায় নাই, সর্ব্বদা নাম রাম করিয়া কোন রকমে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবানের শরণাপন্ন অর্থাৎ প্রপত্তি মার্গ অবলম্বন করা ব্যতীত আর উপায় কিছু দেখা যায় না। ঠাকুর আমার শরণাগত বৎসল, একবারও যে প্রপন্ন হইয়া আমি তোমার বলিয়া শরণ গ্রহণ করে সে ব্যক্তি যেরূপই হউক না কেন আমার ঠাকুর তাহাকে অভয় দেন।

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতৎ ব্রতং মম॥

মূল রামায়ণে ও অধ্যাত্ম রামায়ণের শ্রীরামচন্দ্র কথিত এই অভয় বাণীটি বৈষ্ণবাচার্য্য ভগবদ্ রামানন্দ স্বামী তাঁহার শ্রীবৈষ্ণব মতাব্জ ভাস্করে চরম মন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই চরম মন্ত্র যে ভক্ত নিয়ত জপ করিতে অভ্যাস করিয়াছেন তিনি নির্ভয় হইয়া গিয়াছেন, প্রাণের দেবতা প্রাণের মাঝে অহরহঃ মাভৈঃ মাভৈঃ বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন। একান্ত ভাবে শরণ গ্রহণ করিলে তাঁহার কৃপা অবশ্যই পাওয়া যায়। আহা চাতকী বৃত্তি বড় মধুর!

সরঃ সমুদ্রো নদ্যাদি সন্ত্যজ্য চাতকো যথা।
তৃষিতো ম্রিয়তে বাপি যাচতে বৈপয়োধরম্॥
এবমেব প্রযত্নেন সাধনানি পরিত্যজেৎ।
স্বেষ্ট দেবৌ সদা যাচৌ গতিস্তৌ মেভবেদিতি॥

সরোবর সমুদ্র নদী প্রভৃতি ত্যাগ করতঃ তৃষিত চাতক যেমন তৃষ্ণায় মরিয়া যাইলেও মেঘের নিকট জল প্রার্থনা করে, সেইরূপ প্রযত্ন সহকারে সমস্ত সাধন ত্যাগ করিয়া ইষ্ট দেব ও গুরুদেবের কাছেই তাঁহারাই

আমার গতি হউন ইহাই সর্ব্বদা প্রার্থনীয় আমি আর কাহারও কাছে যাইব না, কোন সাধন করিব না তোমার মুখপানেই সর্ব্বদা চাহিয়া থাকিব ইহাই প্রপন্ন ভক্তের কথা। তুমি

বাতৈর্বিধূনয় বিভীষয় ভীমনাদৈঃ
সঞ্চূর্ণয় ত্বমথবা করকাভিঘাতৈঃ।
ত্বদ্ বারি বিন্দু পরিপালিত জীবিতস্য
নান্যা গতির্ভবতি বারিদ চাতকস্য॥

প্রবল বাত্যায় অতিশয় আলোড়িত কর, ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করতঃ ভীতি প্রদর্শন কর, অথবা করকা (শিলাখণ্ড) আঘাতের দ্বারা সম্যক্ চূর্ণ বিচূর্ণ কর, তথাপি হে বারিদ তোমার বারিবিন্দু পরিপালিত চাতকের ত অন্যা গতি নাই!

ভক্ত বলেন হে আমার প্রিয়তম! তুমি রোগ শোকের প্রবল বাতাসে আমাকে অতিশয় কম্পিত কর, সংসারের ভীম কোলাহলে আমাকে ভয় দেখাও অথবা লয় বিক্ষেপ রূপ করকাঘাতে আমায় চূর্ণ বিচূর্ণ কর, তথাপি হে আমার দেবতা! হে আমার প্রাণের প্রাণ নবদুর্ব্বাদল শ্যাম সুন্দর! তোমার কৃপা বিন্দু পরিপালিত এ চাতকের অন্যাগতি ত নাই, হে হরে, তুমি কৃপা কর আমি তোমার শরণাগত!

এরূপ একান্ত ভাবে শরণাগত হইতে পারিলে মানুষ চিরদিনের মত নির্ভয় হইয়া যায়। প্রপন্ন ভক্তের লক্ষণ বায়ুপুরাণে উক্ত হইয়াছে

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
নিঃক্ষেপণমকার্পণ্যং ষড়্ বিধাঃশরণাগতিঃ॥

আনুকুল্যের সঙ্কল্প অর্থাৎ যাহাতে ইষ্ট দেবতায় রুচি বর্দ্ধিত হয়, ভক্ত সঙ্গ, লীলা শ্রবণ, কীর্ত্তন, সর্ব্বদা নাম গ্রহণ, তুলসীসেবা, বিগ্রহসেবা,

সাধুসেবা, একাদশী, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, শিবরাত্রি প্রভৃতি হরি তোষণ ব্রত, লীলা চিন্তা, ভক্তোচিত বেশ ভূষা ধারণ, নিয়ম পূর্ব্বক নাম জপাদি এই সকলের সঙ্কল্পের নাম আনুকুল্যের সঙ্কল্প, ইহার দ্বারাই বিষয়ানুরাগ ক্ষীণ হইয়া যায়।

প্রাতিকুল্যের বর্জ্জন। বিষয়ীর ও রমণীর সঙ্গ বর্জ্জন, রজঃ ও তমোগুণ বর্দ্ধক দ্রব্যাদি ভোজন ত্যাগ, চতুষষ্টী সেবাপরাধ অকরণ, নাম ও সেবাদিতে বিঘ্ন প্রদাতাগণের সান্নিধ্য ত্যাগ।

"বিশ্বাস" হইল, আমায় তুমি নিশ্চয় রক্ষা করিবে, রক্ষা করা তোমার স্বভাব এইরূপ ইষ্টদেবতায় ও তাঁহার নামে বিশ্বাস।

প্রতিদিন প্রতিকার্য্য কি বৈদিক সন্ধ্যাদিতে কি লৌকিক সকল কর্ম্মে ভগবান্‌কে রক্ষয়িতৃরূপে বরণ করার নাম "বরণ"।

'নিঃক্ষেপণ" শ্রীভগবানের পদে সম্পূর্ণরূপে স্বাত্মভাবের নিক্ষেপ।

"অকার্পণ্য" অন্য কাহারও নিকট দৈন্য ভাব জ্ঞাপন না করা। আমি যখন তোমার শরণাগত তখন আমার যে কোন দুঃখ একমাত্র তোমাকেই জানাইব আর কাহারও কাছে জানাইব না। এই প্রপন্ন ভক্ত হওয়া তো সহজ নয়! কলির ভীষণ তরঙ্গে এভাব রক্ষা করা অতি কঠিন, ইহা খুব সত্য তথাপি মুহুর্মুহু কলি রোগের একমাত্র মহৌষধ নাম রসায়ন সেবন করিতে পারিলে অবশ্যই ঠাকুরের কৃপা লাভ করা যায়। তখন রোগে শোকে সুখে দুঃখে অভাবে স্বাচ্ছন্দ্যে সকল সময়ই প্রপন্ন হইয়া থাকা যায়। আমার শঙ্কর বলিয়াছেন :—

অহং ভবন্নাম গৃণন্ কৃতার্থো
বসামি কাশ্যাং সহিতোভবান্যা।
মুমূর্ষমানস্য বিমুক্তয়েঽহম্
দিশামি মন্ত্রং তব রাম নাম॥

তোমার নাম গ্রহণে আমি কৃতার্থ হইয়া ভবানীর সহিত কাশীতে বাস

করি এবং মুমুর্ষুগণের বিমুক্তির জন্য তোমার রাম নাম মন্ত্র তাদের কর্ণে দান করি।

যখন এই নাম গ্রহণ করতঃ স্বয়ং ভগবান্ মহাদেব কৃতার্থ হইয়াছেন, তখন যে কেহ এই নাম জপ করিবেন তিনিই কৃতার্থ হইবেন। এই কলিযুগে সর্ব্বদা নাম কীর্ত্তন লীলাচিন্তা ইহাই ত লঘুপায়!

শ্রীগুরুদেব যে নাম বলিয়া দিয়াছেন সেই নামই অবলম্বন করিতে হইবে। উচ্চৈঃস্বরে ইষ্ট দেবতার নাম কীর্ত্তন করিলে তাহাতে মন অনেকটা শান্ত হইবে তারপর নিয়মিত সংখ্যা রাখিয়া ইষ্ট মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবে প্রতিদিনের সাধনায় লয় বিক্ষেপ দূর করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ ও লীলা চিন্তায় তাঁহার কৃপা শীঘ্রই অনুভূত হয়, এই কথা মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন।

শ্রুতি বলেন দেবতা একটী, "একমেবাদ্বিতীয়ম্"! তবে তাঁহার নাম ও রূপ বহু! যেটী যাহার প্রকৃতির অনুগত শ্রীগুরুদেব তাহা নির্দ্দেশ করিয়া মন্ত্র দিবেন, শিষ্য সেই মন্ত্র প্রাণপণে সাধন করিলে অবশ্যই ইষ্ট সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবেন। আমার ইষ্টই যখন নানা রূপে বিরাজ করিতেছেন তখন দেবান্তরের বিদ্বেষ করিলে আমার ইষ্টেরই বিদ্বেষ করা হইবে এইটী মনে রাখা প্রয়োজন। গুরুদেব যে ইষ্ট দেবতার মন্ত্র দান করিয়াছেন তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন পূর্ব্বক অন্য দেবতা তাঁহারই মূর্ত্ত্যন্তর ইহা স্থির জানিয়া সর্ব্বত্র ইষ্ট দেবতাকেই দেখিতে হইবে।

শুনা যায় বিখ্যাত ভগবান্ দাস বাবাজী মহাশয় একদিন দুর্গা প্রতিমা দেখিয়া বলিয়াছিলেন "তাইতো তোমায় চেনবার উপায় নাই, বাঁশী লুকিয়েছো সে কাল রং আর নাই, দুহাতের স্থানে দশ হাত করেছো, তিনটী নয়ন হয়েছে, পুরুষদেহ ত্যাগ করে রমণী হয়েছো সবই ছেড়েছো, কিন্তু ত্রিভঙ্গ ঠামটী তো ছাড়্তে পারনি! এইখানে ধরা পড়ে গেছো।

আহা এই তো প্রকৃত ভক্তের কথা! দ্বন্দ্ব কোলাহল যে স্থানে, ভক্তিরাণী তার ত্রিসীমানায় গমন করেন না। আপনার ভাব দৃঢ় করবার জন্য নিজ ইষ্ট দেবতার নাম রূপ গুণলীলা লইয়া অবস্থান কর, দেবতান্তরের বিদ্বেষ করিও না এই কথাই প্রকৃত ভক্তগণ বলেন।

এক চৈতন্যের নানা নামের কারণ সম্বন্ধে মন্ত্রযোগ সংহিতা বলেন জীব পাঞ্চ ভৌতিক দেহ ধারী। যার শরীরে যে তত্ত্বের আধিক্য আছে তাহার সেই তত্ত্বাধিপতি দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করিবার অধিকার।

"আকাশস্যাধিপো বিষ্ণুরগ্নেশ্চাপি মহেশ্বরী।
বায়োরগ্নিঃ ক্ষিতেরীশো জীবনস্য গণাধিপঃ॥

বিষ্ণু আকাশ তত্ত্বের অধিপতি, এইরূপ মহেশ্বরী অগ্নিতত্ত্বের, বায়ুতত্ত্বের সূর্য্য, ক্ষিতিতত্ত্বের মহাদেব এবং জল তত্ত্বের গণপতি অধিপতি।

যোগনিষ্ণাত গুরুগণ শিষ্যের প্রকৃতি নির্ণয় করিয়া ইষ্ট নির্ব্বাচন পূর্ব্বক দীক্ষা দানানন্তর সাধন পথে চালিত করিবেন। শিষ্যও যথাবিধি মন্ত্র যোগ সাধনার দ্বারা মহাভাব লাভ করতঃ ইষ্টের কৃপায় ভাবাভাব শূন্য হইয়া যান। এই অবস্থাপন্ন ভক্তকে গীতায় শ্রীভগবান্ স্থিতপ্রজ্ঞ, ভগবদ্ভক্ত, গুণাতীত বলিয়াছেন, মহাভারত ইহার ব্রাহ্মণ আখ্যা দিয়াছেন, সূত সংহিতা অতি বর্ণাশ্রমী ও যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণে বশিষ্ঠ দেব জীবন্মুক্ত বলিয়াছেন। সাধক মাত্রেরই লক্ষ্য এই অবস্থা লাভ। লয়যোগী মহালয়রূপ সিদ্ধি লাভের পর এবং হঠযোগী মহাবোধ রূপ সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রাজযোগ অভ্যাস করেন।

জ্ঞানী বা যোগী ভক্ত রাজ যোগ অবলম্বন করেন কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত ভগবচ্চরণে সব অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হন মিলন পর্য্যন্ত চান, তারপর মিশ্রণ টুকু ঠাকুরই করিয়া লয়েন।

মন্ত্রযোগ। নিত্য ষোড়শ অঙ্গে সুশোভিত ভক্তি, শুদ্ধি, আসন, পঞ্চাঙ্গ সেবন, আচার, ধারণা, দিব্যদেশে সেবন, প্রাণক্রিয়া, মুদ্রা, তর্পণ হবন বলি যোগ জপ ধ্যান সমাধি।

পঞ্চাঙ্গের সেবন

"গীতা সহস্র নামানি স্তবঃ কবচমেবচ।
হৃদয়ঞ্চেতি পঞ্চৈতে পঞ্চাঙ্গং প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥
স্বোপাসনানুসারেন গীতায়াঃ পঠনাদ্ ধ্রুবম্।
স্তোত্রস্য কবচস্যাপি হৃদয়স্য চ পাঠতঃ।
যোগসিদ্ধি মবাপ্নোতি যোগী বিগত কল্মষঃ॥

মন্ত্রযোগ সংহিতা

ইষ্ট দেবের গীতা সহস্র নাম স্তব·কবচ হৃদয় নিত্য অধ্যয়ন করিতে হয়, ইহার দ্বারা মন্ত্রযোগী যোগসিদ্ধি অর্থাৎ মহাভাব প্রাপ্ত হন।

ষোড়শ অঙ্গের মধ্যে ভক্তি, শুদ্ধি, আসন ইত্যাদি সকলগুলির অনুষ্ঠান করা আবশ্যক।

যে ভক্ত আপনাকে যেরূপ শাস্ত্রিত করিবেন তিনি সেইরূপ ফল লাভে সমর্থ হইবেন।

এসময় আপনাকে শাস্ত্রিত করা সহজ নয়, শাস্ত্রিত থাকিবার শক্তি-লাভের জন্য সদা সর্ব্বদা নাম কীর্ত্তন করিতে হইবে। নামই সমস্ত বাধা দূর করতঃ দিন দিন ইষ্টের নিকটবর্ত্তী করিয়া দিবে দিবেই। এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই, নববিধাভক্তির একটী অঙ্গ দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করিয়া থাকিলে অপরগুলি আপনাআপনি হইয়া যাইবে।

ভগবদ্ভজন ব্যতীত শ্রেয়ঃলাভের আর অন্য পথ নাই।

মহাপুরুষ বলেন "অন্য নাম যদি ভাল লাগে তবে আপনার ইষ্টকে সেই নামে সেইরূপে সময়ে সময়ে দেখ ক্ষতি নাই।"

এই রাম নাম শাক্তশৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলেই জপ করিতে পারেন যে নাম-উমা মহেশ্বর অবিরাম জপ করেন সে নাম শৈব শাক্তের সত্বর ভাব দৃঢ় করিয়া দিবে ইহাতে আর সংশয় কি ?

ভাব হইল ইষ্টের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন। যতদিন পর্য্যন্ত সম্বন্ধ পাতান না যায় ততদিন যেন দূর দূর পর পর বলিয়া মনে হয়। পিতামাতা ভ্রাতা প্রভু সখা পুত্র পতি ইত্যাদি যে কোন একটী নিজের ভাবানুগত সম্বন্ধ ইষ্টের সহিত স্থাপন করতঃ বাহিরে ভিতরে ইষ্টের পূজা, সেবা, লীলা-চিন্তা, ইষ্টের সহিত কথা কওয়া, বিহার ইত্যাদি করিতে করিতে প্রিয়তম আর দূরে থাকিতে পারেন না দর্শন দান করেন। তখন

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মানি তস্মিন্‌দৃষ্টে পরাবরে॥

সেই পরমাত্মার দর্শনে হৃদয় গ্রন্থি ভেদ হয়, সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হয়, কর্ম্ম সকল ক্ষয় হইয়া যায়!

'অনন্ত শাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং। শাস্ত্র অনন্ত, জানিবার বিষয়ও বহু, কালও সংক্ষেপ, বিঘ্নও প্রচুর। এই অত্যল্প অবসরে বহু শাস্ত্র আলোচনা করিতে না যাইয়া গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্রটী যাহাতে সিদ্ধ হয় এই চেষ্টা করাই শ্রেয়স্কামী ভগবদ্‌ভক্ত মাত্রেরই সমীচীন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মানুষ্ঠান বাদ দিলে চলিবে না, ব্রাহ্মণ নিত্য যথাকালে সন্ধ্যা, অন্য সময় ইষ্ট সম্বন্ধীয় লীলাগ্রন্থ পাঠ, নাম জপ, লীলা ধ্যান, যখন যেটী ভাল লাগিবে তাহাই করিবেন। ইহার সহিত পুরশ্চরণের অনুষ্ঠানে মন্ত্র সত্বর সিদ্ধ হয়। সিদ্ধি মন্ত্র হইলে ইষ্ট সাক্ষাৎকার হইবে। মন্ত্র সিদ্ধির অর্থ মহাভাব লাভ। তারপর আর ভাবিতে হইবে না ঠাকুরই সব ভার গ্রহণ করিবেন।

আজকাল কর্ম্ম শূন্য জ্ঞানের আলোচনা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। আহার শুদ্ধি, সদাচারাদি কিছু নাই। সগুণ মন্ত্র জপের দ্বারা সবিকল্প সমাধি লাভের পূর্ব্বে নির্গুণ উপাসনা করিতে যাইয়া অনেকেই ব্যর্থ মনোরথ হইয়া সাধন ভজন ত্যাগ করতঃ নাস্তিক হইয়া যান। শান্তি ও পথে নাই, ক্রম ধরিয়া উপাসনা ব্যতীত শাশ্বতী শান্তি লাভ হইতে পারে না!

আমার গোঁসাইজী বলিয়াছেন নাম সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম অপেক্ষা বড়, নাম দ্বারা দ্বিবিধ ব্রহ্মই বশীভূত হয়েন।

হিয় নির্গুণ নয়নহিঁ সগুণ রসনা রাম সুনাম।
মনহুঁ পুরট সম্পূট লসত তুলসী ললিত ললাম॥

হৃদয়ে নির্গুণ নয়নে সগুণ মূর্ত্তি বিরাজ মান আছে; এ দুয়ের মধ্যে রসনায় নাম উচ্চারণে মনে হইতেছে স্বর্ণ-সিন্দুকে ঢাকা দিয়া সুন্দর আভরণ রাখা হইয়াছে।

গুরুদত্ত ইষ্টই আমার সর্ব্বস্ব, তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। আমার মহাবীর বলিয়াছেন

শ্রীনাথে জানকী নাথে অভেদ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমল লোচনঃ॥

লক্ষ্মীপতি জানকী-পতিতে পরমাত্মায় অভেদ জানি; তথাপি কমল লোচন রাম আমার সর্ব্বস্ব। এইই যথার্থ ইষ্টনিষ্ঠা।

কোন কোন কৃষ্ণ ভক্তকে বলিতে শুনা যায় রামোপাসনা এতদ্দেশীয় নহে, ইহার দ্বারা শ্রেয়োলাভ হইতে পারে না। গোপীভাবে গোবিন্দের সেবা ভিন্ন আর দ্বিতীয় পথ নাই।

রাম ও গোবিন্দ কেহই ত এদেশের নহেন তবে একটী গ্রাহ্য অপরটী ত্যাজ্য হন কি প্রকারে?

তাঁহাদের ইষ্ট নিষ্ঠা প্রশংসার্হ হইলেও বেদ শাস্ত্রাবমাননা আছে। কৃষ্ণোপনিষদে দেখা যায়।

হরিঃ ওঁ শ্রীমহাবিষ্ণুং সচ্চিদানন্দ লক্ষণং
রামচন্দ্রং দৃষ্ট্বা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরং মুনয়ো
বন বাসিনো বিস্মিতা বভূবুঃ তং হোচু
র্নোহবদ্য অবতারান্ বৈ গণ্যন্তে আলিঙ্গামো
ভবন্ত মিতি। ভবান্তরে কৃষ্ণাবতারে যূয়ং
গোপিকা ভূত্বা মামালিঙ্গথ।"

ভাবার্থঃ—

মহাবিষ্ণু সচ্চিদানন্দ লক্ষণ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রামচন্দ্রকে দর্শন করতঃ দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ বিস্মিত হইয়া আলিঙ্গন প্রার্থনা করেন; শ্রীরামচন্দ্র বলেন কৃষ্ণাবতারে তোমরা গোপিকা হইয়া আমায় আলিঙ্গন করিও।

শ্রুতি কি যিনি রাম তিনি কৃষ্ণ একথা বলিলেন না?
শ্রীমদ্ভাগবতে আছে

এতে চাংশ কলাঃ পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।
ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণে দেখা যায়

সর্ব্বে চাংশ কলাঃ পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
পরিপূর্ণ তমো রামো ব্রহ্মশাপাৎ স্ববিস্মৃতঃ॥

পরিপূর্ণ তমো যিনি তাঁহার অপেক্ষা আরও বড় যিনি তাঁহার আখ্যাটী কি? এই আত্ম বিস্মরণ লীলা মূল রামায়ণে দেখা যায় কিন্তু অধ্যাত্ম রামায়ণে বা আনন্দ রামায়ণে আত্ম বিস্মরণের চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। ভগবদ্ গুণ কীর্ত্তনে প্রেম লাভ হয় কিন্তু আমারটী বড়

তোমারটী কিছু নয় এরূপ ভাবে ভক্তের মনে ব্যথা দিলে প্রেম লাভের বিলম্ব ঘটিবে না কি ? আনন্দ রামায়ণে রামভক্তের কথাটি বড় মধুর।

ন নন্দ সূনোঃ পৃথগস্তি রামো
ন রামতোহন্যো বসুদেবসূনুঃ।
তথাপ্যযোধ্যা পুর পাল বালে
সলক্ষ্মণে ধাবতি মে মণীষা ॥

নন্দ নন্দন হইতে রাম পৃথক নহেন, রাম হইতে বসুদেব তনয় কৃষ্ণচন্দ্র অন্য নহেন তথাপি আমার মন অযোধ্যা পুরপালক দশরথের সলক্ষ্মণ বালকের প্রতি ধাবিত হইতেছে।

রাম এবাত্র কৃষ্ণঃ স কৃষ্ণ এবাত্র রাঘবঃ !
উভয়োর্নান্তরং বিপ্র কৌতুকাচ্চ ময়েরিতম্ ॥
মানয়ন্ত্যন্তরং যোনা তয়োঃ শ্রীরামকৃষ্ণয়োঃ।
পরস্পরং স নিরয়ে পতিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥

আনন্দ রামায়ণ।

রামই কৃষ্ণ কৃষ্ণই রাম! হে বিপ্র উভয়ের ভেদ নাই আমি কৌতুক করিবার জন্য রাম কৃষ্ণের ভেদের কথা বলিয়াছিলাম। যে মানব শ্রীরাম কৃষ্ণের ভেদ কল্পনা করে সে নরকে পতিত হয়। বৈষ্ণবগণের জপ্য তারক ব্রহ্ম নাম।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

ইহাতে যেমন চারিবার কৃষ্ণ নাম আছে তেমনি রাম নামও চারিবার আছে আমার প্রেমের ঠাকুর বলিতেন।

রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব পাহিমাং।
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব রক্ষমান্ ॥

তাঁহার পরিকর মুরারি গুপ্ত রাম ভক্ত ছিলেন তথাপি এ রাম কৃষ্ণের কেন ভেদ কল্পনা করেন বুঝি না।

যাঁহারা বলেন মধুর ভাব শ্রেষ্ঠ তাহা ভিন্ন উপায় নাই তাঁহাদের মধুর ভাবের প্রীতি জয়যুক্ত হউক। পূতনা কংস শিশুপাল প্রভৃতির যদি গতি লাগে তাহা হইলে নন্দ যশোমতী শ্রীদাম সুদাম অর্জ্জুন প্রভৃতির গতি লাগিবে না ইহা কখনও হইতে পারে না। যিনি জন্মান্তরীয় সংস্কার বশে যে ভাব লাভ করিয়াছেন তিনি সেই ভাব অবলম্বন করিয়া নির্ভয়ে অবস্থান করুন, অবশ্যই প্রিয়তমের কৃপা লাভ করিবেন। মধুর ভাব পাইলাম না বলিয়া হতাশ হইবার প্রয়োজন নাই। আমার ঠাকুর গীতায় বলিয়াছেন—

"যে যথা মাংপ্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"

পূজ্যপাদ ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগ ত্রয়ানন্দ প্রোক্ত সংক্ষিপ্ত রাধা তত্ত্বে অগস্ত্য সংহিতার এই ভাবের বিবরণ দেখা যায়।

"যে ভক্ত শ্রীমান রঘুপতিকে সর্ব্বপরাৎপর সাক্ষাৎ ব্রহ্ম জানিয়া ভজনা করেন তিনিই শান্ত রসের আশ্রয়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র করুণা সিন্ধু এবং তিনি সর্ব্বদা তাঁহার ভক্তগণের সংরক্ষণে রত এই প্রকার জানিয়া যিনি এই শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধে তাঁহাকে ভজনা করেন তিনি দাস্য রসের আশ্রয়। যিনি শ্রীরঘুনন্দনকে মিত্র ও প্রেম পাত্র জ্ঞানে পরম স্নেহ সহকারে তাঁহার সহিত নিত্য রমণ করেন, তিনি সখ্যরসের আশ্রয়, (অর্জ্জুন প্রভৃতি ভগবানের সখ্য ভাবের ভক্ত) বালস্বরূপ পরম সৌন্দর্য্যযুক্ত কোমলাঙ্গ পরমানন্দ দায়ক রূপে ভগবান্ রামচন্দ্রকে স্বীয় বাহ্য সঞ্চারী প্রাণ জ্ঞানে যিনি ভজনা করেন তিনিই বাৎসল্য রসের আশ্রয়। মাধুর্য্যময় মনোহর শ্রীরামচন্দ্রকে আপনার পতি জানিয়া যিনি সর্ব্বদা তাঁহার ভজনা করেন তিনিই শৃঙ্গার রসের আশ্রয়"।

"পূর্ব্বে যে পাঁচ প্রকার ভাবের কথা বলা হইয়াছে ইহাদের মধ্যে কোন একটী ভাবে ভগবানের সহিত সম্বন্ধ পাতাইলেই তাঁহাকে পাওয়া যাইবে।"

এই সকল স্থলে রঘুপতি রামচন্দ্র রঘুনন্দন প্রভৃতি নাম বস্তুতঃ সাম্প্রদায়িক ভাবে উক্ত হয় নাই। ভগবানের যে নাম বা যেরূপ যাঁহার ইষ্ট তিনিই তাঁহার রাম"। যাঁহার যিনি ইষ্ট এবং যেভাবের ভজনা করেন তাহাই তাঁহার সর্ব্বোত্তম।

যদি দেবতাগণের শ্রেষ্ঠত্ব নিকৃষ্টত্ব না থাকে তাহা হইলে পুরাণে ইহার উল্লেখ দেখা যায় কেন? এ প্রশ্ন স্বাভাবিক তদুত্তরে সনাতন ধর্ম্মের প্রাণ বঙ্গবাসীর মহাস্তম্ভ স্বরূপ পূজনীয় পণ্ডিত প্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত শ্রীদেবীভাগবৎ গ্রন্থের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাই বিবৃত করিতেছি।

"পুরাণে দেব নিন্দা বা দেবতা বিশেষের মহিমার ন্যূনতা এবং আধিক্য বর্ণনা দেখিয়া যিনি অন্তরে দুঃখিত বা আনন্দিত হন তিনি দেবতা বিশেষের ভক্ত হইলেও পুরাণের মর্ম্মজ্ঞ নহেন। দেব নিন্দায় বা দেবতা বিশেষের মহিমার অপকর্ষ বর্ণনায় পুরাণের তাৎপর্য্য নহে, উপাস্যের প্রতি উপাসকের অবিচলিত ভক্তি একাগ্র নিষ্ঠা স্থাপনই পুরাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য; তাহাই চিত্তশুদ্ধির একমাত্র উপায়। এই কথাগুলির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া পুরাণ পাঠ করিলে, পাঠকের সাম্প্রদায়িকতা নিবন্ধন রাগদ্বেষের বশবর্ত্তী হইতে হয় না।"

এতদ্বারা বলা হইল উপাস্যের প্রতি উপাসকের অবিচলিত ভক্তি একাগ্র নিষ্ঠা স্থাপনই পুরাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য; অন্য দেবতার বিদ্বেষ অথবা দেবতান্তরের কুৎসা করিবার প্রযোজক পুরাণ নহেন।

প্রণিধান পূর্ব্বক বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় সকল শাস্ত্রেই একজনের কথা বলিতেছেন। যে শাস্ত্রে যাঁহার

প্রাধান্য বর্ণনা করা হইয়াছে সেই শাস্ত্রেই সেই দেবতাই বলিতেছেন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আমরা অভিন্ন। প্রথমে রুদ্র সম্বন্ধে দেখাইতেছি—

যৎ পরং ব্রহ্ম স একো যঃ এক
স রুদ্রো যো রুদ্র স ঈশানো য ঈশানঃ
স ভগবান্ মহেশ্বরঃ॥ অথর্ব্ব শির উপনিষদ

যা উমা সা স্বয়ং বিষ্ণু র্যো বিষ্ণুঃ সহি চন্দ্রমা।
যে নমস্যন্তি গোবিন্দং তে নমস্যন্তি শঙ্করম্।
যেঽর্চ্চয়ন্তি হরিংভক্ত্যা তেঽর্চ্চয়ন্তি বৃষধ্বজম্।
যে দ্বিষন্তি বিরূপাক্ষং তে দ্বিষন্তি জনার্দ্দনম্॥
যে রুদ্রং নাভিজানন্তি তে ন জানন্তি কেশবম্॥

রুদ্রহৃদয়োপনিষৎ

যিনি পরম ব্রহ্ম তিনি এক, যিনি এক তিনি রুদ্র, যিনি রুদ্র তিনি ঈশান, যিনি ঈশান তিনি ভগবান্ মহেশ্বর।

রুদ্র সর্ব্বদেবাত্মক, সমস্ত দেবতা শিবাত্মক, রুদ্রের দক্ষিণ পার্শ্বে অগ্নিত্রয়, বাম পার্শ্বে উমা বিষ্ণু সোম।

যিনি উমা তিনি স্বয়ং বিষ্ণু যিনি বিষ্ণু তিনি চন্দ্রমা যিনি গোবিন্দকে প্রণাম করেন তিনি শঙ্করকে প্রণাম করেন। যিনি হরিকে ভক্তি সহকারে পূজা করেন, তিনি বৃষধ্বজকেই পূজা করিয়া থাকেন, যিনি বিরূপাক্ষ মহাদেবকে দ্বেষ করেন তিনি হরিকেই দ্বেষ করেন। যিনি রুদ্রকে জানেন না তিনি কেশবকে জানেন না।

শিবগীতায়—

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥ ১৪।৪৩

শিব পুরাণ কাশীখণ্ড প্রভৃতিতে অশেষ ভাবে শিবমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু সেই কাশীখণ্ডে দেখা যায়—

যথাহং ত্বং তথা বিষ্ণু র্যথাত্বন্তু তথা হ্যমা।
উমা যথা তথা গঙ্গা চতুঃ রূপংন ভিদ্যতে॥
বিষ্ণু রুদ্রান্তরঞ্চৈব শ্রীগৌর্য্যোরন্তরং তথা।
গঙ্গা গৌর্য্যন্তরঞ্চৈব যো ব্রুতে মূঢ়ধীস্তসঃ॥

শিব বলিতেছেন হে পার্ব্বতী আমি যেমন তুমিও সেই প্রকার! বিষ্ণু যেমন তুমি উমাও তদ্রূপ; উমা যেমন গঙ্গাও তেমন! এই চারিটী রূপের ভেদ নাই। যে ব্যক্তি বিষ্ণু রুদ্র শ্রীগৌরী ও গঙ্গা গৌরী পৃথক্ বলে সে মূঢ়বুদ্ধি।

গোপাল পূর্ব্ব তাপিনীতে কথিত হইয়াছে--

"মুনয়ো হবৈ ব্রাহ্মণমুচুঃ। কঃ পরমো দেবঃ। কুতো মৃত্যু র্বিভেতি। কশ্চ বিজ্ঞানে নাখিলং বিজ্ঞাতং ভবতি কেনেদং বিশ্বং সংসরতীতি। তদু হোবাচ ব্রাহ্মণঃ; কৃষ্ণো বৈপরমম্ দৈবতম্। গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি গোপীজন বল্লভ জ্ঞানেনৈতদ্ বিজ্ঞাতং স্বাহেদং বিশ্বং সংসরতি।"

ভাবার্থঃ--

মুনিগণ ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কে পরম দেবতা! কাঁহা হইতে মৃত্যু ভীত হয়? কাঁহাকে জানিলে অখিল বিশেষ ভাবে জানা যায়? কাঁহার দ্বারা এই বিশ্ব সম্যক প্রবর্ত্তিত হইতেছে? ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন কৃষ্ণই পরম দেবতা, গোবিন্দ হইতে মৃত্যুভীত হয়, গোপীজন বল্লভকে জ্ঞাত হইলে এই সমস্ত জানা যায় স্বাহা দ্বারা ইহা সংসৃত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় অষ্টাদশোঽধ্যায়ে শ্রীভগবান বলিয়াছেন।

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীগোবিন্দের লীলা বিশেষ ভাবে বর্ণিত ও সর্ব্বত্র তাঁহারই প্রাধান্য ঘোষিত হইয়াছে। সেই শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—

অহং ব্রহ্মাচ শর্ব্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ ॥ ৫০
আত্ম মায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীংর্দ্বিজ।
সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রেসংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্ ॥ ৫১
তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি।
ব্রহ্মরুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনু পশ্যতি ॥ ৫২

৪।৭ অধ্যায়

আমি ব্রহ্মা ও শিব আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ং দৃগ্, অবিশেষণ, জগতের পরম কারণ স্বরূপ! সেই আমি গুণময়ী আত্মমায়া আশ্রয়ে বিশ্ব সৃজন পালন নাশ কার্য্যে তত্তৎ ক্রিয়োচিত অর্থাৎ সৃজন কর্ম্মে ব্রহ্মা, পালন ও সংহার কার্য্যে বিষ্ণু এবং রুদ্র, সংজ্ঞা ধারণ করি! সেই কেবল অদ্বিতীয় পরমাত্মা ব্রহ্মে ব্রহ্মা রুদ্রও ভূত সকলকে অজ্ঞ ব্যক্তিই পৃথক ভাবে দর্শন করে।

দেব্যুপনিষৎ

হরি ওঁ সর্ব্বে বৈ দেবা দেবী মুপতস্থু
কাসি ত্বং মহা দেবী। সাব্রবীদহং ব্রহ্ম স্বরূপিণী।
মত্তঃ প্রকৃতি পুরুষাত্মকং জগচ্ছূন্যং চাশূন্যংচ।
অহ মামন্দা নানন্দাঃ। বিজ্ঞানাবিজ্ঞানে অহম্ ॥

ইত্যাদি।

ভাবার্থঃ—

সমস্ত দেবতাগণ দেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে মহাদেবী! আপনি কে? তিনি বলিয়াছিলেন আমি ব্রহ্ম স্বরূপিণী!

আমা হইতে প্রকৃতি পুরুষাত্মক জগৎ, শূন্য অশূন্যও আমা হইতে। আমি আনন্দা অনানন্দা আমি বিজ্ঞান আমি অবিজ্ঞান।

শ্রীভগবতী গীতায়

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততিসিদ্ধয়ে।
তেষামপি সহস্রেষু কোঽপি মাংবেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩
রূপং মে নিষ্কলং সূক্ষ্মং বাচাতীতং সুনির্ম্মলং।
নির্গুণং পরমংজ্যোতি সর্ব্বব্যাপ্যেক কারণং ॥
নির্ব্বিকল্পং নিরালম্বং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্।
ধ্যেয়ং মুমুক্ষুভি স্তাত দেহবন্ধ বিমুক্তয়ে ॥ ৪

হে তাত! সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কোন ব্যক্তি সিদ্ধি লাভেচ্ছায় যত্ন করে! সেই সহস্র ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তি স্বরূপত আমাকে জানিতে পারে! আমার নিষ্কল সূক্ষ্ম সুনির্ম্মল বাক্যাতীত নির্গুণ পরম জ্যোতি সর্ব্বব্যাপী একমাত্র কারণ বিকল্প শূন্য আধারহীন নিত্যজ্ঞান আনন্দ বিগ্রহরূপ দেহ বন্ধ বিমুক্তির জন্য অর্থাৎ দেহাত্ম বোধ নাশের জন্য মুমুক্ষুগণের ধ্যাতব্য।

দেবী ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধ ৩০ অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

ত্রিভূবনে যাহা কিছু সদ্ অসৎ বস্তু আছে সেই সকলের যিনি শক্তি রূপিণী তাঁহার উৎপত্তি কোথা হইতে হইবে? যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র দিবাকর ইন্দ্রাদি দেবতাসকল ধরা ধরাধর কিছুই ছিল না, সেই সৃষ্টির আদিতে এই নির্গুণা পরমা প্রকৃতি পরম পুরুষের সহিত সংযুক্তা হইয়া বিহার করিতেন! তাহার পর ইনি সগুণারূপে ভূবন ত্রয় সৃষ্টি করেন; ব্রহ্মাদি দেবগণকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাদের শক্তিদান করেন, ইঁহাকে বিদিত হইলে জন্তুগণ জন্ম সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়! ইনি পরমা বিদ্যা বেদাত্মা বেদকারিণী। ইত্যাদি।

দেবী ভাগবতে নবম স্কন্ধে দেখা যায় নিত্যেচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণের সৃজনে ইচ্ছাবশত সেই ঈশ্বরী মূল প্রকৃতি সহসা আবির্ভূতা হইলেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুসারে অথবা ভক্তের অনুরোধে সৃষ্টি কার্য্যে পঞ্চভাগে বিভক্তা হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ মুণিগণ ও মনুগণ ইঁহারা সেই ভক্তানুগ্রহ-কারিণী গণেশ জননী শিবরূপিণী শিবপত্নী নারায়ণী, পূর্ণ ব্রহ্ম স্বরূপিণী বিষ্ণুমায়া ব্রহ্মারূপা সনাতনী, সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দুর্গাকে নিরন্তর পূজা করেন। ১২—১৫।

প্রথম অধ্যায়

"সূর্য্যাদ্ বৈ খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। সূর্য্যাদ্ যজ্ঞঃ পর্জ্জন্যোঽন্নমাত্মা নমস্ত আদিত্য। ত্বমেব প্রত্যক্ষং কর্ম্ম কর্ত্তাসি। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি, ত্বমেব প্রত্যক্ষং বিষ্ণুরসি ত্বমেব প্রত্যক্ষং রুদ্রোঽসি" ইত্যাদি।

সূর্য্যোপনিষৎ

গণপত্যুপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"ত্বমানন্দময় স্ত্বং ব্রহ্মময়ঃ। ত্বং সচ্চিদানন্দা দ্বিতীয়োঽসি ত্বং প্রত্যক্ষং ব্রহ্মাসি। ত্বংজ্ঞানময়ো বিজ্ঞানময়োঽসি। সর্ব্বং জগদিদং ত্বত্তো জায়তে। সর্ব্বং জগদিদং ত্বত্তস্তিষ্ঠতি। সর্ব্বং জগদিদং ত্বয়ি লয় মেষ্যতি। সর্ব্ব জগদিদং ত্বয়ি প্রত্যেতি ... ত্বং ব্রহ্মা ত্বং বিষ্ণু স্ত্বং রুদ্র স্ত্বমিন্দ্র স্ত্বমগ্নি স্ত্বং বায়ু স্ত্বং সূর্য্য স্ত্বং চন্দ্রমাস্ত্বং ব্রহ্ম ভূর্ভুব স্বরোম্" ইত্যাদি।

নির্ব্বাণ তন্ত্র—

মহারুদ্রঃ স এবাত্মা মহাবিষ্ণুঃ স এবহি।
মহা ব্রহ্মা স এবাত্মা নাম মাত্র বিভেদকঃ॥
এক মূর্ত্তি স্ত্রিনামানি ব্রহ্ম বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
নানা ভাবে মনোযস্য তস্য মোক্ষোনবিদ্যতে॥

কেচিদ্ বদন্তি স ব্রহ্মা কেচিদ্ বিষ্ণু প্রকথ্যতে।
কেচিদ্ রুদ্রো মহাপুরুষ একোদেবো নিরঞ্জনঃ ॥

রুদ্র যামল উত্তরখণ্ড

একমূর্ত্তিস্ত্রয়ো দেবা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাঃ।
মম বিগ্রহ সংক্লৃপ্তা সৃজত্যবন্তি হন্তি চ ॥

এই সকল শ্রুতি পুরাণাদি শাস্ত্র কি এক জনেরই কথা বলিতেছেন না? তথাপি বিদ্বান্ শিব ভক্তের বিষ্ণুর পরমেশ্বরত্ব প্রমাণে পুরস্কার ঘোষণা করার কথা শ্রবণ করা যায়। এবং বিষ্ণু ভিন্ন মুক্তি দাত্রীত্ব কাহারও নাই, একথা কোন কোন পণ্ডিত বৈষ্ণবও বলেন শিব শক্তির নিন্দা করিতেও কুণ্ঠিত হন না। ইহার কারণ কিছু বুঝিতে পারি না। যাঁহাদের শাস্ত্র দেখিবার যোগাযোগ হয় না সেই ভক্তগণের প্রতি নিবেদন গুরুদত্ত ইষ্ট মন্ত্র দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া থাকুন কাহারও কথা শুনিবার প্রয়োজন নাই আপনার ইষ্ট মন্ত্রই আপনাকে মহাভাব আনিয়া দিবেন।

উঠিতে বসিতে খাইতে শুইতে সর্ব্বদা রাম রাম করিলে যে তাঁহার কৃপা লাভ করা যায়, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ভগবৎ কৃপা প্রার্থী ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। যিনি রাম রাম করিবেন তিনি রাম হইয়া যাইবেন, যিনি শিব শিব অথবা কৃষ্ণ কৃষ্ণ কিম্বা দুর্গা দুর্গা যাহা জপ করিবেন তিনি তাহাই হইয়া যাইবেন। এ শাস্ত্র বাণী অভ্রান্ত সত্য।

বিদ্যাপতি ঠাকুর আমার শ্রীমতীর কথা বলিয়াছেন।

অনুখন্ মাধব, মাধব সোঙরিতে
সুন্দরী ভেলি-মাধাই।
ও নিজ ভাব স্বভাবহি বিছুরল
আপন গুণ লুবধাই।
মাধব! অপরূপ তেহারি সুনেহ।

আপন বিরহে আপন তনু জর জর
জীব ইতি ভেল সন্দেহ !
ভোরহি সহচরি কাতর দিঠি হেরি
ছল ছল লোচন পানি।
অনুখন রাধা রাধা রট তঁহি
আধ আধ কহুবাণী ॥

শ্রীমতী অনুক্ষণ মাধব মাধব জপ করিতে করিতে আপনাকে ভুলিয়া যাইলেন। আপনার ভাব স্বভাব আর কিছু মনে নাই; মাধব হইয়া গিয়া রাধার বিরহে ছলছল নয়নে আধ আধ গদ গদ স্বরে রাধা রাধা ঘোষণা করিতে লাগিলেন।

মরি মরি কি ভালবাসা! এমন ভাবে অনুক্ষণ স্মরণ করিলে মাধব কি দূরে থাকিতে পারেন?

পরিশেষে নিবেদন, শুনিয়াছি ভক্তের কৃপা হইলে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করা যায়! শ্রীভগবান্ ভক্তকে অত্যন্ত ভালবাসেন ভক্তের নাম গুণ কীর্ত্তনেও মানুষ কৃতার্থ হয় আত্মশুদ্ধির জন্য এই নাম রসায়নখানি ১৩৩১ সালে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রা উৎসব মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক ৺ডাক্তার তারক সুর মহাশয় এখানি মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন কিন্তু ঠাকুরটীর ইচ্ছা না হওয়ায় তাহা হয় নাই। এই নাম রসায়নে যে সব ভক্তগণের নাম এবং কাঁহারও কাঁহারও যথা জ্ঞান গুণ বর্ণনা করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে উপস্থিত অনেক ভক্ত নিত্য লোকে প্রস্থান করিয়াছেন আমি তাঁহাদের চরণে প্রণাম করি।

গুণ বর্ণনা করিতে যাইয়া ভক্তগণের অমল চরিত্র জিহ্বার দোষে যদি বিকৃত করিয়া থাকি, ভক্তগণ আমায় ক্ষমা করিবেন কারণ সাদৃশ ব্যক্তির দোষটা খুবই স্বাভাবিক।

ভক্ত, অভক্ত সরল, শঠ, সকলের চরণে প্রণাম করিয়া প্রার্থনা করিতেছি আপনারা আমায় আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি ঐকান্তিকী রাম ভক্তি লাভ করিতে পারি। আর আমার সীতারামই স্থাবর জঙ্গম সমস্ত রূপ ধারণ করিয়া আছেন, আমার সীতারাম ভিন্ন আর কিছু নাই ইহা যেন ক্ষণকালের জন্য বিস্মৃত না হই।

শ্রীরামাশ্রম, ডুমুরদহ
২৩শে আশ্বিন ১৩৪৩
কৃষ্ণানবমী।

নিবেদক—
শ্রীসীতারাম দাস
প্রবোধ —

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

মঙ্গলাচরণং

শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং বদামি
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং ভজামি।
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং স্মরামি
শ্রীমৎ পরং ব্রহ্ম গুরুং নমামি।

অধোন উর্দ্ধং ন শিবো ন শক্তিঃ
পুমান্ ন নারী ন চ লিঙ্গ মূর্ত্তিঃ।
ব্রহ্মা ন বিষ্ণু র্নচদেবরুদ্রো
তস্মৈ নমো ব্রহ্ম নিরঞ্জনায়॥

যং শৈবাঃ সমুপাসতে শিব ইতি ব্রহ্মেতি বেদান্তিনো
বৌদ্ধা বুদ্ধ ইতি প্রমাণ পটবঃ কর্ত্তেতিনৈয়ায়িকাঃ।
অর্হন্নিত্যথ জৈন শাসন রতাঃ কর্ম্মেতি মীমাংসকাঃ
সোঽয়ং বো বিদধাতু বাঞ্ছিত ফলং ত্রৈলোক্যনাথো হরিঃ॥

কস্তূরিকা চন্দন লেপনায়ৈ
শ্মশান ভস্মাঙ্গবিলেপনায়।
সৎ কুণ্ডলায়ৈ ফণি কুণ্ডলায়
নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

নীলাম্বুজ শ্যামল কোমলাঙ্গং
সীতা সমারোপিত বামভাগম্
পাণৌ মহাশায়ক চারু চাপং
নমামি রামং রঘুবংশ নাথম্ ॥

নব জলধর বিদ্যুদ্যোতবর্ণৌ প্রসন্নৌ
বদন নয়ন পদ্মৌচারুচন্দ্রাবতংসৌ।
অলক তিলক ভালৌ কেশ বেশ প্রফুল্লৌ
ভজ ভজতু মনোরে রাধিকা কৃষ্ণচন্দ্রৌ

কূজন্তং রাম রামেতি মধুরং মধুরাক্ষরং।
আরুহ্য কবিতা শাখাং বন্দে বাল্মীকি কোকিলম্ ॥

ব্যাসং বশিষ্ঠ নপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম্।
পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতংতপোনিধিম্ ॥

যঃ স্বানুভাব মখিল শ্রুতিসারমেক।
মধ্যাত্মদীপ মতি তিতীর্ষতাং তমোহন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণ গুহ্যম্
তংব্যাসসূনু মুপযামি গুরুং মুনীনাম্ ॥

শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাণামালয়ং করুণালয়ম্।
নমামি ভগবৎ পাদং শঙ্করং লোক শঙ্করম্ ॥

নমামি রামানুজ পাদ পঙ্কজম্
বদামি রামানুজ নাম নির্ম্মলম্
স্মরামি রামানুজ দিব্য বিগ্রহম্
করোমি রামানুজ দাস দাস্যম্ ॥

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈক পিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্ম পালৌ
বন্দে জগৎ প্রিয়করৌ করুণাবতারৌ॥

রামং রামানুজং সীতাং ভরতং ভরতানুজম্।
সুগ্রীবং বায়ু সূনুঞ্চ প্রণমামি পুনঃ পুনঃ॥

যত্র যত্র রঘুনাথ কীর্ত্তনং
তত্র তত্র শিরসা কৃতাঞ্জলিম্।
বাষ্প বারি পরিপূর্ণ লোচনম্
মারুতিং নমত রাক্ষসান্তকম্॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততোজয়মুদীরয়েৎ॥

প্রার্থনা

জগৎপতে শ্রীশ জগন্নিবাস
প্রভো জগৎ কারণ রামচন্দ্র।
নমো নমঃ কারুণিকায় তে সদা
পাদাব্জ যুগ্মে তবভক্তিরস্তু মে ॥

মনো মিলিন্দ স্তব পাদ পঙ্কজে
রমার্চ্চিতে সংরমতাং ভবেভবে।
যশঃ শ্রুতৌতে মম কর্ণযুগ্মম্
ত্বদ্ ভক্ত সঙ্গঃ সততং মমাস্তু ॥

মো সমদীন ন দীন হিত
তুম সমান রঘুবীর।
অশ বিচারি রঘুবংশমণি
হরহুঁ বিষম ভবভীর ॥

কামী হিঁ নারী পিয়ারী জিমি
লোভি কে প্রিয় দাম।
তিমি রঘুনাথ নিরন্তর
প্রিয় লাগহুঁ মোহি রাম ॥

যাচে ত্বয়ি ভক্তি মনন্যনিষ্ঠাং
যাচে ভবদ্ ভক্তগণৈঃ সুসঙ্গম্।
যাচে ভবৎ পাদ সরোজ রাজে
চিত্ত দ্বিরেফো নিরতঃ সদাস্তু ॥

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত রাম দয়াল মজুমদার মহাশয়

শ্রীচরণ কমলেষু—

দয়াময় ঠাকুর! এ নাম রসায়ন আপনার দেওয়া

অমৃত আপনি গ্রহণ করতঃ

প্রীত হউন।

শ্রীরামাশ্রম, ডুমুরদহ
২৩শে আশ্বিন ১৩৪৩
কৃষ্ণানবমী।

নিবেদক—
শ্রীসীতারাম দাস
প্রবোধ—

সীতারামতত্ত্ব

রামঃ সাক্ষাৎ পরং জ্যোতি পরং ধাম পরং পুমান্।
আকৃতৌ পরমোভেদো ন সীতারাময়োর্গতঃ॥
জানকী প্রকৃতিঃ সৃষ্টি রাদিভূতা সনাতনী।
তপঃসিদ্ধি স্বর্গসিদ্ধি ভূতি ভূতিমতাং সতী॥

— অদ্ভুত রামায়ণ

রাম এব পর ব্রহ্ম রাম এব পরাৎপরম্।
রাম এব পরং তত্ত্বং শ্রীরাম ব্রহ্মতারকম্॥

— শ্রীরামরহস্যোপনিষৎ

নতৎ পুরাণম ন হি যত্র রামো
যস্যাং ন রামো নহি সংহিতাসা।
স নেতিহাসো নহি যত্র রামঃ
কাব্যং ন তৎস্যান্নহি যত্র রামঃ॥

শাস্ত্রং নতৎস্যান্নহি যত্র রামঃ
তীর্থং ন তদ্ যত্র নরামচন্দ্রঃ।
যাগঃ স আগো নহি যত্র রামঃ।
যোগঃ স রোগো নহি যত্র রামঃ॥

রাম রামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্র নাম তত্তুল্যং রাম নাম বরাননে॥

রামঃ সীতা জানকী রামভদ্রো, ন ভেদো বৈ হ্যেতয়োরস্তিকশ্চিৎ।
সন্তো বুদ্ধ্যাতত্ত্বমেতদ্ বিবুদ্ধা, পারং যাতাঃসংসৃতে মৃত্যুবক্ত্রাৎ ॥ ২৪
রামোঽচিন্ত্যো নিত্য চিৎসর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তঃস্থ সর্ব্বলৌকৈক কর্ত্তা।
ভর্ত্তা হর্ত্তানন্দ মূর্ত্তি বিভুর্বা সীতাযোগাচ্চিন্ত্যতে যোগিভিঃ সঃ ॥ ২৫
অপাণি পাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বিশ্বং নহি তস্য বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ২৬
তয়োঃ পরং জন্ম উদাহরিষ্যে যয়োর্যথা কারণ দেহ ধারিণোঃ।
অরূপিণো রূপ বিধারণং পুনঃ নৃণামহোঽনুগ্রহ এব কেবলম্ ॥ ২৭

অদ্ভুত রামায়ণ।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

শ্রীশ্রীরাম শব্দের ব্যুৎপত্তি।

রমু ক্রীড়াদিষু ইতি রম ধাতোঃ রাম শব্দ সিধ্যতি।

রম ধাতু ক্রীড়ার্থক তাহা হইতে রাম শব্দ সিদ্ধ হয়।

রমন্তে লোকা অত্র ইতি রামঃ।

লোক সকল ইঁহাতে রমণ করে এই জন্য ইনি রাম।

রময়তিলোকান্ ইতি রামঃ।

লোক সকলকে রমণ করান এইজন্য ইনি রাম।

রমন্তে যোগিনোঽত্র ইতি রামঃ।

যোগীগণ ইঁহাতে রমণ করেন বলিয়া ইনি রাম।

রময়তি মোদয়তি সর্ব্বান্ ইতি রামঃ।

সকলকে আনন্দিত করাইয়া থাকেন বলিয়া ইনি রাম।

রময়তি জন্মাদি দাতৃত্বেন দেবয়তি ভুতান ইতি রামঃ।

ভুত সকলকে জন্ম স্থিতি নাশ দাতৃত্বের দ্বারা ক্রীড়া করান বলিয়া রাম।

রা শব্দো বিশ্ববচনো মশ্চাপীশ্বর বাচকঃ।
বিশ্বানামীশ্বরোযোহি তেন রাম প্রকীর্ত্তিতঃ॥

রা শব্দের অর্থ বিশ্ব, মকার ঈশ্বর বাচক যিনি বিশ্বের ঈশ্বর তিনি রাম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন।

রাচেতি লক্ষ্মীবচনো মশ্চাপীশ্বর বাচকঃ।
লক্ষ্মীপতিং গতিং রামং প্রবদন্তি মণীষিণঃ॥

রা লক্ষ্মী বাচক, মকার ঈশ্বর বাচক এইজন্য মনীষিগণ রামকে লক্ষ্মীপতি গতি বলেন।

ওঁ চিন্ময়েঽস্মিন্ মহাবিষ্ণৌ জাতে দশরথেহরৌ।
রঘোঃকুলেঽখিলংরাতি রাজতে যো মহীস্থিতঃ॥
স রাম ইতি লোকেষু বিদ্বদ্ভিঃ প্রকটীকৃতঃ॥

—শ্রীরাম পূর্ব্বতাপিনী।

এই চিন্ময় মহাবিষ্ণু হরি দশরথ হইতে উৎপন্ন হইয়া রঘুকুলে অখিল দান করেন। যিনি পৃথিবীতে থাকিয়া শোভা পান বিদ্বানগণ তিনি রাম ইহা জগতে প্রচার করিয়াছেন।

রাক্ষসা যেন মরণং যান্তি স্বোদ্রেকতোঽথবা।
রাম নাম ভূবিখ্যাত মভিরামেণ বা পুনঃ॥

—শ্রীরাম পূর্ব্বতাপিনী।

রাক্ষসগণ যাঁহার দ্বারা অথবা যাঁহার আবির্ভাবে মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছিল, যিনি রাম নামে পৃথিবীতে খ্যাত হইয়াছেন, অথবা অভিরাম (রমণীয়) হেতু রাম নামে কথিত হয়েন।

যস্মিন্ রমন্তে মুনয়ো বিদ্যয়াজ্ঞান বিপ্লবে।
তং গুরুঃপ্রাহ রামেতি রমণাদ্রাম ইত্যপি॥

—অধ্যাত্ম রামায়ণ।

অজ্ঞান বিপ্লবে মুনিগণ যাঁহাতে বিদ্যার দ্বারা রমণ করেন, তাঁহাকে গুরু বশিষ্ঠদেব রাম বলিয়াছিলেন। রমণ হেতুও রাম।

রমন্তে যোগিনোঽনন্তে নিত্যানন্দে চিদাত্মনি।
ইতি রামপদেনাসৌ পরংব্রহ্মাভিধীয়তে॥

—শ্রীরাম পূর্ব্বতাপিনী।

অনন্ত নিত্যানন্দময় চিদাত্মায় যোগিগণ রমণ করেন এইজন্য রাম পদের দ্বারা রাম পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হয়েন।

ধর্ম্মমার্গং চরিত্রেণ জ্ঞান মার্গং চ নামতঃ
তথা ধ্যানেন বৈরাগ্য মৈশ্বর্য্যং স্বস্য পূজনাৎ॥
তথা রাত্যস্য রামাখ্যাভুবি স্যাদথ তত্ত্বতঃ।

— শ্রীরাম পূর্ব্বতাপিনী।

র—নারায়ণ ; অ—নির্গুণং ; ম—মহাহ্লাদাভিদায়িনী।
র—বিজ্ঞান ; অ—জ্ঞান ; ম—পরমাভক্তি।
র—চিৎ—জ্ঞান ; অ—সৎ ; ম—আনন্দ।
র—অগ্নিবীজ ; অ—ভানুবীজ ; ম—চন্দ্রবীজ।

মহারামায়ণ।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

শ্রীরাম নাম মাহাত্ম্য।

সীতারাম

রাম এব পরং ব্রহ্ম রাম এব পরাৎপরম্।
রাম এব পরং তত্ত্বং শ্রীরাম ব্রহ্ম তারকম্॥

—শ্রীরাম রহস্যোপনিষৎ

রামই পরম ব্রহ্ম, রামই পরাৎপর, রামই পরম তত্ত্ব, শ্রীরামই তারক ব্রহ্ম॥

সীতারাম

যথৈব বটবীজস্থঃ প্রাকৃতশ্চ মহাদ্রুমঃ।
তথৈব রামবীজস্থং জগদেতচ্চরাচরম্॥

—শ্রীরাম পূর্ব্বতাপিন্যুপনিষৎ।

যেরূপ প্রাকৃত মহান্ বটবৃক্ষ বটবীজে অবস্থান করে, সেইরূপ এই চরাচর জগৎ রামবীজে অবস্থিত আছে॥

সীতারাম

জপতঃ সর্ব্ববেদাংশ্চ সর্ব্বমন্ত্রাংশ্চ পার্ব্বতি।
তস্মাৎ কোটি গুণং পুণ্যং রাম নাম্নৈব লভ্যতে॥

প্রাণ প্রয়াণ সময়ে রাম নাম সকৃৎস্মরেৎ।
সভিত্ত্বা মণ্ডলং ভানোঃ পরংধামাভি গচ্ছত ॥

হে পার্ব্বতি, সর্ব্ববেদ সর্ব্বমন্ত্র জপ হইতে কোটিগুণ পুণ্যরাম নামের দ্বারাই লাভ করা যায়। প্রাণ প্রয়াণ সময়ে যে ব্যক্তি একবার রাম নাম স্মরণ করে, সে সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করত পরম ধামে গমন করিয়া থাকে।

সীতারাম

জ্ঞানানাং পরমং জ্ঞানং ধ্যানানাং পরমোলয়ঃ।
যোগানাং পরমো যোগো রামনামানুকীর্ত্তনম্ ॥

— শাতাতপ স্মৃতি।

জ্ঞান সমূহের মধ্যে পরম জ্ঞান, ধ্যানের মধ্যে পরম লয়, যোগের মধ্যে পরম যোগ রাম নাম কীর্ত্তন।

সীতারাম

বেদানাং সার সিদ্ধান্তং সর্ব্ব সৌখ্যৈক কারণং।
রাম নাম পরং ব্রহ্ম সর্ব্বেষাং প্রেমদায়কম্ ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

বেদসকলের সার সিদ্ধান্ত, সমস্ত সুখের একমাত্র কারণ, সকলের প্রেম দায়ক পরম ব্রহ্ম রাম নাম ॥

সীতারাম

সর্ব্বে হবতারাঃ শ্রীরাম নাম শক্তি সমুদ্ভবাঃ।
সত্যংবদামি দেবেশি নাম মাহাত্ম্যমদ্ভুতম্ ॥

—স্কন্দপুরাণ।

সমস্ত অবতার শ্রীরাম নাম শক্তি হইতে উৎপন্ন, হে দেবেশি অদ্ভুত নাম মাহাত্ম্য আমি সত্য বলিতেছি।

সীতারাম

ধ্যেয়ং জ্ঞেয়ং পরং সেব্যং রাম নামাক্ষরংমুনে।
সর্ব্ব সিদ্ধান্ত সারংহি সৌখ্য সৌভাগ্য কারণম্॥

— মৎস্যপুরাণ।

হে মুনে রাম নামাক্ষর ধ্যাতব্য, জ্ঞেয়, উত্তম সেবনীয় ইহা সৌখ্য সৌভাগ্যের কারণ ও সর্ব্ব সিদ্ধান্তের সার।

সীতারাম

রাম নাম প্রভা দিব্যা বেদ বেদান্ত পারগাঃ।
যেষাং স্বান্তে সদাভাতি তে পূজ্যা ভুবনত্রয়ে॥

—ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

রাম নামের অলৌকিকী প্রভা বেদ বেদান্তের পার গামিনী, যাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা দীপ্তি পায়, তাঁহারা ত্রিভুবনের পূজনীয়।

সীতারাম

স্মরণাৎকীর্ত্তনাচ্চৈব শ্রবণাল্লেখনাদপি।
দর্শনাদ্ধারনাদেব রামনামাখিলেষ্টদম্॥

— বৃহন্নারদীয় পুরাণ।

স্মরণ, কীর্ত্তন, শ্রবণ, লিখন, দর্শন, ধারণ করিলেও রাম নাম অখিল ইষ্ট দান করিয়া থাকেন।

সীতারাম

সর্ব্বদা সর্ব কালেষু যে চ কুর্ব্বন্তি পাতকম ॥
রাম নাম জপংকৃত্বা যান্তি ধাম সনাতনম্ ॥

—নান্দি পুরাণ।

সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে যাহারা পাপ করে, তাহারা রাম নাম জপ করতঃ সনাতন পরমধামে গমন করে।

সীতারাম

শ্রীরামেতি মনুষ্যো যঃ সমুচ্চরতি সর্ব্বদা।
জীবন্মুক্তো ভবেৎসোহি সাক্ষাৎ রামাত্মকঃ সুধীঃ ॥

আঙ্গিরস পুরাণ।

যে মানব সর্ব্বদা শ্রীরাম এই নাম উচ্চারণ করেন, সেই সাক্ষাৎ রাম স্বরূপ বিদ্বান্ জীবন্মুক্ত হয়েন।

সীতারাম

কুর্ব্বন্ বা কারয়ন্ বাপি রাম নাম জপন্তথা।
নীত্বা কুল সহস্রানি পরং ধামাভিগচ্ছতি ॥

আদি পুরাণ।

রাম নাম জপ করিলে অথবা করাইলে সহস্র কুল লইয়া পরম ধামে গমন করে।

শ্রীসীতারাম স্বরূপ

সীতারামৌ তন্ময়াবত্র পূজ্যৌ-
জাতান্যাভ্যাং ভুবনানি দ্বিসপ্ত ॥

স্থিতানি চ প্রহিত্যাস্থেবতেষু
ততো রামো মানবো মায়য়াধাৎ ॥
শ্রীরামপূর্ব্বতাপিন্যুপনিষৎ।

ভাবার্থ ঃ—

জগতে পরমব্রহ্মময় সীতারাম পূজনীয়! চতুর্দ্দশ ভুবন সীতারাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, অবস্থান করিতেছে, সীতারামেই প্রলীন হইবে! পরমাত্ম স্বরূপ রাম আত্ম মায়ার দ্বারা মানব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন।

ভগবান ব্রহ্মা

যে চাপি তে রাম পবিত্র নাম।
গৃণন্তি মর্ত্ত্যা লয়কাল এব।
অজ্ঞানতো বাপি ভজন্তলোকাং
স্তানেব যোগৈরপি চাধিগম্যম ॥
অধ্যাত্ম রামায়ণ।

হে রাম যে সকল মানব লয় কালে অজ্ঞানেও তোমার পবিত্র নাম গ্রহণ করে, তাহারও যোগদ্বারা প্রাপনীয় সেই লোকসকল ভজনা করুক।

ভগবান বাল্মীকি

রাম তন্নাম মহিমা বর্ণ্যতে কেন বা কথম্।
যৎপ্রভাবাদহং রাম ব্রহ্মর্ষিত্ব মবাপ্তবান ॥

হে রাম যে নাম প্রভাবে আমি ব্রহ্মর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছি। তোমার সেই রাম নাম মহিমা কোন ব্যক্তি কি প্রকারে বর্ণনা করিবে অর্থাৎ কেহই বর্ণনা করিতে পারে না।

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ভগবান্ বশিষ্ঠদেব

শ্রীরামেনৈব মুক্তস্তু প্রহসন্ মুনিরব্রবীৎ।
তৎ পাদ সলিলং ধৃত্বা ধন্যোঽভূদ গিরিজাপতিঃ॥
ব্রহ্মাপি মৎপিতা তেহি পাদতীর্থ হতাশুভঃ।
ইদানীং ভাষসে যৎ ত্বং লোকানামুপদেশকৃৎ॥
জানামি ত্বাং পরাত্মানং লক্ষ্মা সঞ্জাতমীশ্বরম্।
দেব কার্য্যার্থ সিদ্ধ্যার্থং গুহ্যং নোদঘাটয়াম্যহম্।
যথাত্বং মায়য়া সর্ব্বং করোষি রঘুনন্দন।
তথৈবানুবিধাস্যেঽহং শিষ্যস্ত্বং গুরুরপ্যহম্॥
গুরুর্গুরূণাং ত্বং দেব পিতৃণাং ত্বং পিতামহঃ।
অন্তর্য্যামী জগদ্যাত্রা বাহকস্তমগোচরঃ॥
শুদ্ধ সত্বময়ং দেহং ধৃত্বা স্বাধীন সম্ভবম্।
মনুষ্য ইবলোকেঽস্মিন্ ভাসি ত্বং যোগমায়য়া।
পৌরহিত্যমহং জানে বিগর্হ্যং দুষ্য জীবনম্॥
ইক্ষ্বাকূণাং কুলে রামঃ পরমাত্মা জনিষ্যতে॥
ইতি জ্ঞাতং ময়া পূর্ব্বং ব্রহ্মণা কথিতং পুরা।
ততোঽহমাশয়া রাম তব সম্বন্ধ কাঙ্ক্ষয়া॥
অকার্ষং গর্হিতমপি তবাচার্য্যত্ব সিদ্ধয়ে।
ততো মনোরথো মেঽদ্য ফলিতো রঘুনন্দন॥
ত্বদধীনা মহামায়া সর্ব্ব লোকৈক মোহিনী
মাং যথা মোহয়েন্নৈব তথা কুরু রঘুদ্বহ।
গুরু নিষ্কৃতি কামস্ত্বং যদি দেহ্যেতদেবনে॥

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

ভগবান্ বিশ্বামিত্র।

হে নিখিল জনগণ তোমরা ভগবান রাম চন্দ্রকে প্রণাম কর। তাহা হইলে তোমরা সর্ব্বোৎকর্ষ লাভ করিবে। আমি আশা করি কেহ কেহ শ্রীরামের ন্যায় জীবন্মুক্ত হইয়া চির সুখী হইবে। জ্ঞান যেমন মুক্তির কারণ কর্ম্মও সেইরূপ মুক্তির কারণ ইহা শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র নিজে জ্ঞান ও কর্ম্ম পালন করিয়া লোককে শিক্ষা দিয়াছেন। যাঁহারা ইঁহার দর্শন নাম স্মরণ গুণ শ্রবণ এবং ইঁহার চরিত্রের অনুকরণ করিবে ইঁহাকে ভক্তি করিবে, ইনি সেই সমস্ত লোক যেরূপ অবস্থায় থাকুক না কেন তাহাদিগকে মুক্তিপ্রদান করিবেন। মহাত্মা রামচন্দ্র ত্রিলোকবাসীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছেন।

যোগবাশিষ্ঠ মহারামায়ণ শেষ অধ্যায়

শ্রীশ্রীগুরুবে নমঃ।

জগদ্রাম

শ্রীরাম পার্ব্বতী সংবাদ।

সগুণে সাকার দেহ নির্গুণে চৈতন্য।
সগুণে নির্গুণে রস ভোক্তা তুমি ধন্য॥

ত্রিলোকে যতেক আছে পুরুষ কি নারী।
স্থাবর জঙ্গম স্থূল সূক্ষ্ম আদি করি॥

সর্ব্বমূর্ত্তি হয়ে রস ভুঞ্জ গোবিন্দাই।
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে এক রাম বই নাই॥

তেঁই প্রাণনাথ তব কিছু জানি তত্ত্ব।
পঞ্চমুখে রাম নাম পাইয়া উন্মত্ত॥

জ্যেষ্ঠপুত্র গণপতি ভজে তব নাম।
কার্ত্তিক সাত্ত্বিক সদা জপে রাম রাম॥

এই রাম নাম মোরে শিক্ষা দিল পতি।
রাম জপি বৈষ্ণবী বলায় এ পার্ব্বতী॥

নন্দি মহাকাল মগ্ন শুনি রাম রাম।
বৃষভ করয়ে নৃত্য মত্ত অবিশ্রাম॥

ডম্বুরু সিঙ্গাতে সদা রাম রাম বলে।
ইন্দুর ময়ুর সিংহে নাচে কুতুহলে॥

মহেশের পরিবার যেখানে যে আছে।
কেবল তোমার নাম ভরস করেছে॥

সীতাপতি পার্ব্বতীরে প্রণাম করিল।
শঙ্করী রামের পদে প্রণত হইল॥

কৃত্তিবাস

শ্রীশিব

দেখ দেখ সংসার অসংখ্য জীবময়।
তার মধ্যে হিতে রত কেহ কেহ হয়॥

তার কোটী মধ্যে একজন ধর্ম্মপর।
তার কোটী মধ্যেতে মুমুক্ষু এক নর॥

তার কোটি মধ্যে একজন হয় মুক্ত।
তার কোটি মধ্যে এক রাম ভক্তি যুক্ত॥

হেন রাম ভক্ত যদি হয় কোন জন।
তাঁর গুণে কতলোক পায় বিমোচন॥

অতএব সদত বাসনা মোর মনে।
ভজুক সকল লোক শ্রীরাম চরণে॥

— ০ :*: ০ —

মনুষ্য গোহত্যা আদি যত পাপ করে।
একবার রাম নামে সর্ব্ব পাপ তরে॥

মহাপাপী হয়ে যদি রাম নাম লয়।
সংসার সমুদ্রে তার মুক্তি লাভ হয়॥

মরা মরা বলিতে আইল রাম নাম।
পাইল সকল পাপে দস্যু পরিত্রাণ॥

তুলারাশি যেমন অগ্নিতে ভস্ম হয়।
একবার রাম নামে সর্ব্ব পাপ ক্ষয়॥

মৃত্যুকালে রাম নাম করিবে যে জন।
সশরীরে করিবে সে বৈকুণ্ঠে গমন॥

চারি বেদ সহস্র নামে যে ফল হয়।
রাম নামে তার কোটিগুণ ফলোদয়॥

রাম নাম লইতে যে করে অভিলাষ।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত সে বৈকুণ্ঠে করে বাস॥

তুলসী দাস গোস্বামী

রাম নাম মণিদীপ ধর জীহ দেহরী দ্বার।
তুলসী ভিতর বাহরো যো চাহত উজিয়ার॥
সকল কামনা হীন যে রাম ভক্তি রস লীন।
নাম সুপ্রেম পীযুষ হ্রদ তিন্হু হুঁ কিয়ে মন মীন॥
রাম নামকো কল্পতরু কলি কল্যাণনিবাস।
জো সুমিরত ভয়ে ভাগ্য সে তুলসী তুলসী দাস॥
রাম নাম নর কেশরী কণক কশিপু কলিকাল।
জাপক জন প্রহ্লাদ জিমি পালহিঁ দল সুরসাল॥
য়হ কলিকাল মলায়তন মন করি দেখি বিচার।
শ্রীরঘু নায়ক নাম ত্যজি নহিঁ কছু আন অধার॥
বারি মথে বরু হোইঘৃত সিকতাতে বরুতেল।
বিনু হরিভজন ন ভব তরেঁ য়হ সিদ্ধান্ত অপেল।
মশকহিঁ করহিঁ বিরিঞ্চি প্রভু অজহিঁ মশকতেহীন।
অশ বিচারি তাজ সংশয় রামহিঁ ভজহিঁ প্রবীন॥
চিত্রকূট সবদিন বসত প্রভু সিয় লক্ষ্মী লখন সমেত।
রাম নাম জপ জাপকহিঁ তুলসী অভিমত দেত॥
পয় আহার ফল খাই জপু রাম নাম ষট মাস।
সকল সুমঙ্গল সিদ্ধি সব করতল তুলসীদাস॥
সগুণ ধ্যান রুচি সরস নহিঁ নির্গুণ মনতে দুরি।
তুলসী সুমিরহু রামকো নাম সজীবন মুরি॥

ভার্গব শিবরাম কিঙ্কর যোগত্রয়ানন্দ

রাম নামের মাহাত্ম্য সর্ব্বশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, যাঁহারা বলেন, নাম মাহাত্ম্যে বিশ্বাস অল্প বুদ্ধির কার্য্য; ইহা অবৈদিক, আমার বিশ্বাস তাঁহারা দুর্ভাগ্য! তাঁহারা বেদ নাম মাত্র শুনিয়াছেন, বেদের রূপ তাঁহাদের নয়নে পতিত হয় নাই। ঋগ্ বেদে নাম মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে, বহু শাস্ত্রে স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে, যিনি ভক্তি সহকারে রাম নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহার সাঙ্গ সরহস্য বেদ পঠিত হইয়া থাকে, তাঁহার সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, (সাঙ্গাসরহস্যাশ্চ-পঠিতা-বেদরাশয়ঃ। কৃতাশ্চ সকলা যজ্ঞা যেন রামেতি কীৰ্ত্তিতম্) লৌকিক ও বৈদিক সকল শব্দই কালে কালে শ্রীরাম নাম হইতে সমুদ্ভূত হয়, শ্রীরাম নামে বিলীন হইয়া থাকে ("লৌকিকা বৈদিকাঃ সর্ব্বে শব্দাঃ শ্রীরাম নামতঃ। সমুদ্ভবন্তি লীয়ন্তে কালে কালে নসংশয়ঃ" লোমশ সংহিতা বা পদ্ম পুরাণ) নামের স্মরণ মাত্রে নামী (যাঁহার নাম স্মৃত হইতেছে তিনি) সম্মুখতা প্রাপ্ত হন; অতএব যাঁহারা শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনার্থী তাঁহাদের শ্রীরাম নাম কীর্ত্তন সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। শ্রীরাম নাম পরাৎপর তত্ত্ব, ইহা সাকার নিরাকার উভয়েরই কারণ যিনি সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা শ্রীরামচন্দ্রকে সাকার বা নিরাকার যে ভাবে দেখিতে ইচ্ছা করেন, শ্রীরাম নাম স্মরণ মাত্র তিনি তাঁহাকে তদ্ভাবেই দেখিয়া থাকেন, ভগবান্ তদ্ভাবেই তাঁহার ভক্তকে দেখা দেন ("নাম স্মরণ মাত্রেন নামী সন্মুখতাং লভেৎ। তস্মাচ্ছ্রীরাম নাম্নশ্চ কীৰ্ত্তনং সর্ব্বদোচিতম্") অতএব তুমি সর্ব্বদা রাম নাম জপ করিবে, নিরন্তর রাম নাম জপ করিলে তোমার সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তোমার জীবন সার্থক হইবে। পূজ্যপাদ গোঁসাইজীও বলিয়াছেন—নির্গুণ ও সগুণ অকথনীয় (অনির্ব্বাচ্য) অনাদি অগাধ অনুপম ব্রহ্মার এই দুই স্বরূপ। আমার মতে নির্গুণ ও সগুণ দ্বিবিধ ব্রহ্ম হইতে নাম বড়।

কারণ নাম বলে নির্গুণ ও সগুণ দ্বিবিধ ব্রহ্মই বশীভূত হইয়া থাকেন, নাম দ্বারা দ্বিবিধ ব্রহ্মকেই জানা যায় (আগুণ সগুণ দোউ ব্রহ্ম স্বরূপা। অকথ অনাদি অগাধ অনূপামেরে মত বড় নাম হুহঁতে কিয়ে জে যুগ নিজবশ নিজ বুতে", শ্রীরামচন্দ্র ভক্তদিগের জন্য মনুষ্য দেহ ধারণ পূর্ব্বক অনেক দুঃখ সহিয়া সাধুদিগকে সুখী করিয়াছেন, পরন্তু ভক্ত প্রেমের সহিত রাম নাম জপ মাত্র অনায়াসে আনন্দ মঙ্গল স্বরূপ হইয়া যান অতএব নির্গুণ হইতে রাম নামের প্রভাব অধিকতর ("রামভক্তহিত অনুধারী সহি সংকট কিয়ে সাধু সুখারী॥ নাম সপ্রেম জপত অনায়াসা। ভক্ত-হোহি-মুদ-মঙ্গল-রামা")। রামচন্দ্র এক অহল্যাকে উদ্ধার করিয়াছেন, রাম নাম দ্বারা কোটি দুষ্ট জনের কুমতি শোধিত হইয়াছে ("রাম এক তপসতিয়তারী, নাম কোটি-খল-কুমতি সুধারী")। অতএব রাম নাম দ্বারা তুমি সব পাইবে, এই বিশ্বাসকে হৃদয়ে অচল আসন দেবে। শ্রীরামই আমার একমাত্র শরণ চিত্তে নিরন্তর এইরূপ চিন্তা করিবে। (চিন্তয়েচ্চেতসা নিত্যং শ্রীরাম শরণং মম) শ্রীরামাবতার কথা—

দয়াল ঠাকুর

ভক্তি মার্গে যাহা সকলে করিতে পারিবে তাহা নাম করা। স্বরূপটা শুনিয়া লইয়া রাম রাম কর। ব্যবহারিক জগতে যাহা দেখ যাহা শুন রাম রাম করিতে করিতে শুন, যাহা খাও রাম রাম করিতে করিতে খাও ইত্যাদি পারিবে এদিকে পুরুষাকার করিতে ইহাতেই নিজত্ব থাকিবে না। কেমন করিয়া জান। রাম রাম জপিতে জপিতে রামের রূপ হৃদয়ে আসিবে রামের গুণ চিন্তা স্বাধ্যায়ে আসিবে। বাহিরে কিছু ভাল লাগিলেই রাম রাম করিয়া রামের রূপ ভাবিয়া রামের লীলা স্মরিয়া ও রামের স্বরূপে আসিয়া তোমার স্বরূপই রামের ভাবিয়া নিজের হৃদয়ে ডুবিতে পারিবে। এই সাধনা কর দেখিবে শ্রুতি "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" সাধনা চলিতেছে। রাম রাম করিতে করিতে মন হইতে অন্য সমস্ত বাহির করিতে পারিলে জগৎরূপ মায়া যবনিকার অন্তরালে যে রাম আছেন তাঁহাতে দৃষ্টি পড়িবে। তখন রামের হইয়া রামরূপে ডুবিতে পারিবে॥

উৎসব ১৩৩৪ বৈশাখ।

আর কি চিন্তা করিবে নাম কর নাম কর নামকেই বিশ্রাম জানিয়া নাম কর, যতক্ষণ নিদ্রা না আইসে নাম কর। আহারের সময় নাম কর, স্নানের সময় নাম কর, গমনাগমনের সময় নাম কর, এক মুহূর্ত্তও নাম ছাড়িয়া থাকিও না। তিন বেলা সন্ধ্যা পূজা কর স্বাধ্যায় কর, বাকি সময় নাম কর মনকে হৃদয়ে ধরিয়া নাম কর, সপ্ত আবরণ চিন্তা করিয়া নাম কর। আর সময় নষ্ট করিও না। খোস গল্প আর কত করিবে? কাহারও সহিত কথা কহিতে হয় কিসে সর্ব্বদা নাম করা যায় তাহার কথাই কও। শাস্ত্র পড় নাম করিতে করিতে নামকে শুনাইতে শুনাইতে ধ্যান কর! যিনি তোমার মধ্যে থাকিয়া, তোমার সব ভাব দেখিতেছেন

সেই মন্ত্ররূপী গুরুরূপী ইষ্টরূপী আত্মাই তুমি, তাই হইয়া নাম করা শ্রবণ কর, দেখিবে নাম আপনি হইতেছে ! সেই পরিপূর্ণ চলন রহিত "চিৎ" আপনার নিবিড় আনন্দে "বাক্" তুলিয়া খেলা করিতেছেন ! তুমি সেই চিতে ডুবিয়া যাও, সব হইয়া যাইবে ! আর সময় নাই, সর্ব্বদা বলিয়া নাম করিতে পারিবে ত সকলেই পারে, দৃঢ় সঙ্কল্প জাগাও, তোমার আমার মত মুর্খের জন্য নাম করাই সহজ পথ।

রাম রামেতি যে নিত্যং জপন্তি মনুজাভুবি।
তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি নভবন্তি কদাচন ॥

উৎসব ১৩৫২ পৌষ।

"বেড়া দিয়ে নাম কর"

"সব সহ্য করিয়া রাম রাম করা ছাড়া
জীবের মঙ্গল কিছুতেই নাই।"

LIBRARY
No. ......
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BENARES

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

প্রেমের দেবতা।

আমি দেখেছিরে তায়।
গৌর বরণ সন্ন্যাসী এক এসেছে হেথায়॥
আমি দেখেছিরে তায়॥

ও যার হরি বল্‌তে নয়ন ঝুরে
আপনি কেঁদে কাঁদায় পরে—
রূপে ভুবন আলো করে—
ধুলি মাখা গায়॥
বলে কোথায় শ্যাম রায়॥

হেরিয়া গগনে ঘেরা নব জলধর,
মেঘেরে চাহিয়া বলে এ মুরলীধর,
দেখা যদি নাহি দিলে কেন বা বাজালে বাঁশী,
তুমি কি জান না নাথ আমি চরণের দাসী!
বলিতে বলিতে কাঁদে ধুলিতে মুরছা যায়॥

বলে কোথায় শ্যাম রায়
আমি দেখেছিরে তায়॥

—*—

বল রাম রাম রাম
দিও না বিরাম জপ অবিরাম রাম রাম রাম॥
ভবের ব্যারাম হইবে আরাম জপ রাম রাম রাম॥

বল দাশরথি রাম সীতাপতি রাম
রঘুপতি রাম রাম ॥

প্রতি ধমণীতে হউক ধ্বনিত রাম রাম রাম।
প্রতি রক্ত বিন্দু জপুক সঘনে রাম রাম রাম ॥
প্রতি অস্থি মজ্জায় অঙ্কিত হোক রাম রাম রাম।
প্রতি লোম কূপ হ'তে উঠুক রাগিনী রাম রাম রাম ॥

নয়ন দেখরে রাম কর্ণ শুনরে রাম !
জিহ্বা জপরে রাম বাক্য বলরে রাম॥
হের অনলে অনিলে অবনী সলীলে রাম !
নীল গগনে চন্দ্র কিরণে শীতাংশুতপনে রাম ॥
বিশ্ব ব্যাপিয়া বিপুল সঙ্গীত রাম রাম রাম
ডুবেছে বিশ্ব রাম সাগরে সীতারাম
সীতারাম সীতারাম ॥

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

আমি আছি ওরে।

স

বল বল পুনঃ বল সে মধুর বাণী।
আমি আছি তোর ওরে আমি আছি তোর
হৃদয় বীণার তারে উঠুক সে ধ্বনি।
আমারে হারায়ে আমি হয়ে থাকি ভোর ॥

বে

অনন্ত বাসনা মাঝে স্বরূপ ভুলিয়ে।
করে যবে হাহাকার ক্লান্ত স্বান্ত মোর।
শুনি যেন সেই কালে রোমাঞ্চিত হয়ে ॥
আমি আছি তোর ওরে আমি আছি তোর ॥

আ

লয় বিক্ষেপের রণে অতি শ্রান্ত কায়ে
হলোনা বলিয়া আমি কাতর অন্তরে।
উঠে পড়ি সেই কালে বোলোগো হাসিয়ে ॥
আমি আছি তোর ওরে আমি আছি ওরে ॥

মি

যশঃ অর্থ ভোগ আশে উন্মাদের প্রায়।
আপনা পাশরি যবে ছুটে যাই দূরে।
সেই কালে কাণে কাণে বলোগো আমায় ॥
আমি আছি তোর ওরে আমি আছি ওরে ॥

স

অর্থাভাব কশাঘাতে রক্তাত হৃদয়ে।
কাঁদি যদি কভু ওগো ভুলিয়া তোমারে।
হাসি হাসি মুখে সখা বলিও আসিয়ে॥
আমি তোর তুই মোর আমি আছি ওরে॥

ব

দরিদ্র বলিয়া যবে আত্মীয় স্বজন।
প্রার্থনা ভয়েতে তারা চাহিবেনা ফিরে।
বলো তুমি হৃষীকেশ হৃদয়ের ধন॥
আমি তোর তুই মোর আমি আছি ওরে॥

আ

অযোগ্য অক্ষম বলি গুরুজন যবে।
পশুতুল্য পশুবুদ্ধি কবে অনাদরে।
হে মোর মরম মনি তবেতো বলিবে॥
তোর আমি তোর আমি আমি আছি ওরে॥

মি

সাধু বলি লোকে যবে সম্মান করিবে।
অথবা অসাধু বলি নিন্দিবে আমারে।
হৃদয় সর্ব্বস্ব হরি মোরে তো কহিবে॥
তোর আমি তোর আমি আমি আছি ওরে॥

আ

রূপের অনলে কভু পতঙ্গের মত।
যাই যদি পড়িতে গো পূর্ব্ব কর্ম্ম ফেরে।
সেই কালে বোলো নাথ হয়ে উপনীত॥
তুই মোর আমি তোর আমি আছি ওরে॥

মি

কঠিন পীড়ায় আমি হইয়া পীড়িত।
শয্যায় পড়িয়া যবে কাঁদিব কাতরে।
তখন বলিও দেব হয়ে উপস্থিত ॥
তুই মোর আমি তোর আমি আছি ওরে ॥

আ

পিঞ্জরের মায়া ভুলে প্রাণ পাখী যবে।
পলাইবে ঊর্দ্ধশ্বাসে ত্যজিয়া পিঞ্জরে।
বোলো বোলো তারে বোলো শুনিয়া সে যাবে ॥
আমি তুই তুই আমি আমি আছি ওরে ॥

ছি

কি জানি কেন গো আমি হলাম এমন।
কে করিল ছাড়াছাড়ি তোমারে আমারে।
দাও দাও বুঝাইয়া করাও শ্রবণ ॥
আমি তুই তুই আমি আমি আছি ওরে ॥

ও

মানব মানবে যথা করগো দর্শন।
চিরসাধ সেইরূপ দেখিব তোমারে।
পুরিলনা আশা মোর করাও শ্রবণ ॥
সবে আমি সব আমি আমি তাছি ওরে ॥

রে

স্বরূপ হারান জীব শোন্ একবার।
হতেছে ধ্বনিত ওই দিগ্‌দিগন্তরে।
ভয় নাই ভয় নাই ভয় নাই আর ॥
সবে আমি সব আমি আমি আছি ওরে ॥

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

শ্রীশ্রীনাম রসায়ন।

দুঃখ দৈন্য অনুপান সহ অনুক্ষণ সেবনীয়।

প্রথম মাত্রা

নাম রসায়ন সেবন করিতে
বাসনা জেগেছে মনে।
রাম রাম রাম বল অনিবার
অয়ি সরস রসনে॥
শয়নে স্বপনে বল রাম রাম
জাগরণে নাম গাও।
শোকে সুখে দুঃখে পাপ তাপ রোগে
রাম নামে ডুবে যাও॥
ভোজনে গমনে আলোকে আঁধারে
বল সুধামাখা নাম।
প্রাণ পূর্ণ হবে যাবেরে পিপাসা
পাইবি আনন্দ ধাম॥
স্বরূপ হারান জীবরে আমার
কেঁদনা কেঁদনা আর।
(তোর) সকল যাতনা হবে অবসান
নিলে নাম সুধাসার॥
নেরে নেরে রাম সর্ব্ব পাপ হারা
ত্রিতাপ যাবেরে দূরে।
জাগিবি আনন্দে আনন্দে ঘুমাবি
থাকিবি আনন্দ পুরে॥

আনন্দ হইতে হেথায় আসিয়ে
তাহারে হারায়ে ফেলে।
এত হাহাকার এতরে যাতনা
কেবল স্বরূপ ভুলে ॥
সন্মুখে শ্রীগুরু করুণা সাগর
আর কিবা আছে ভয়।
বল গুরু গুরু গাও রাম নাম
দাওরে নামের জয় ॥
বলেছেন গুরু নাম নিলে ওরে
সকল ভাবনা যাবে।
হউক নির্ব্বান অথবা জনম
আমার কোলেতে রবে ॥
জয় জয় গুরু জয় জয় নাম
জয় জয় সাধু সঙ্গ।
পাষাণে ফুটেছে কমল কুসুম
হরি হরি বড় রঙ্গ ॥

দ্বিতীয় মাত্রা

সহস্র বাসনা মলিন হৃদয়ে
একিরে আসন কার।
কে বিছায়ে গেল কখন বা আসি
বলিহারি যাই তার॥
ত্রিকালজ্ঞ সেই ভৃগুমুনি মুখে
আশার বাণী শুনিয়া।
হৃদয় মাঝারে উৎসাহ পুলকে
উঠেছে জীব জাগিয়া॥
সর্ব্বত্র বিজয় বলেছেন তিনি
আর কি মরণে ভয়।
জয় জয় গুরু জয় জয় নাম
সাধু সঙ্গ জয় জয়॥
স্বরূপ হারান জীবরে আমার
বসে বসে নাম কর।
বেড়ায়ে বেড়ায়ে দাঁড়ায়ে অথবা
যেমনেতে তুমি পার॥
নাম লয়ে বস উঠ নাম লয়ে
শুয়ে শুয়ে বল নাম।
নামেতে ঘুমাও জাগরে নামেত
দিবানিশি জপ নাম॥
কন্টকিত দেহ নেত্রজল তোর
দেখাবে মোক্ষের দ্বার।

আসিবে বৈকুণ্ঠ নামিয়া সেথায়
যেথা হয় নাম তাঁর ॥
তথায় শ্রীহরি সগণ সঙ্গিতে
করেন বসতি নিত্য।
(সেথা) আপন হারায়ে প্রেমাশ্রু পুলকে
নাম করে তাঁর ভৃত্য ॥
বৃষভ বাহনে সেই পঞ্চানন
রাম রাম বলি মুখে।
বাজায়ে ডমরু আসেন সেথায়
রাখিতে ভক্তেরে সুখে ॥
হংসে আরোহিয়া ব্রহ্মা পিতামহ
দেবগণে লয়ে সঙ্গে।
আসেন সেথায় গাহিবারে নাম
আলো করি পুরী রঙ্গে ॥
বীণা যন্ত্র করে দেবর্ষি নারদ
করি হরিগুণ গান।
সে পুণ্য ভবন করি নিনাদিত
হন আসি অধিষ্ঠান ॥
আসেরে প্রহ্লাদে আসেন উদ্ধব
দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষিগণ।
আসেন ধ্রুব আসেন বাল্মিকী
ব্যাস শুক সনাতন ॥
আসেন হনুমান্ পবন নন্দন
যতেক গোপ রমণী।

আসেন যশোদা বসুদেব নন্দ
দেবকী আর রোহিণী ॥
যে যেথা আছেন ভক্ত শিরোমণি
শুনিতে গাহিতে নাম ।
আসিয়া সেথায় ভক্তের সহিতে
গান নাম অবিরাম ॥
স্বরূপ হারান জীবরে আমার
দেখরে কত সহায় তোর ।
তথাপি কেনরে থাকিবি ভুলিয়া
নামেতে হবিনা ভোর ॥
বল বল নাম বৈখরীতে বল
সদা জপ মধ্যমায় ।
পশ্যন্তীতে তুই আপনা হারায়ে
যারে ডুবিয়া পরায় ॥
জয় জয় গুরু জয় জয় নাম
জয় জয় সাধু সঙ্গ ।
পাষাণে ফুটিল কমল কুসুম
হরি হরি বড় রঙ্গ ॥

তৃতীয় মাত্রা

জয় দাশরথি জয় শিবরাম
জয় হে রাম দয়াল।
কৃপায় তোমার বোবা কথা কয়
পলাইয়া যায় কাল ॥
জপরে রসনা থেক'না নীরব
রাম রাম নাম গাও।
সফল জনম হইবে তোমার
নাম গান করে নাও ॥
(মন) ওই যে শিয়রে বসিয়া শমন
আহ্বান করিছে তোরে।
কি হবে প্রতিষ্ঠা কি হবে গৌরব
ভোগ উন্মাদ মন রে ॥
হৃদয় মাঝারে কাটি যজ্ঞ কুণ্ড
জ্বালরে অনল ঘোর।
একে একে একে দেরে দে আহুতি
ওই পঞ্চভুত তোর ॥
ক্ষিতি জল বায়ু অনল আকাশ
হ'ক পুড়ে ছারখার।
স্থুল দেহটার অভিমান ত্যজি
সূক্ষ্ম দেহ কর সার ॥
দাওরে আহুতি তন্মাত্র পঞ্চক
শব্দ স্পর্শ রূপাদিরে।
ইন্দ্রিয় নিচয়ে করবে হবন
জ্বলুক আগুন জোরে ॥

মন বুদ্ধি চিত্ত অহঙ্কারে আর
রেখনারে অবশেষ।
অবিদ্যার সহ ফেলি অগ্নিকুণ্ডে
লহরে আপন বেশ॥

এইত সন্ন্যাস বুঝলি পাগল
কি কাজ গৈরিক রাগে॥
এই অন্তর্যাগে জাগেরে সেজন
জাগেনারে বহির্যাগে॥

বল বল রাম রতজ্ঞা আমার
বড় রস পাবি তায়।
নীরস জীবন হইবে সরস
ঘুচিবে সকল দায়॥

ওরে মূর্খ মন ভোগে সুখ নাই
আছেরে কেবল দুঃখ।
রাম নাম ত্যজি ভ্রমে যেন কভু
ক'রো নারে তারে লক্ষ্য॥

দারিদ্র্য পীড়নে অর্থের কামনা
করে থাক তুমি মন।
(দেখ) দারিদ্র্য তাঁহার অপার করুণা
সে যে সাধনার ধন॥

বল দেখি ভাই কত দিন তুই
ডেকেছিস তাঁরে সুখে।
ওরে দুঃখের ডাক বড়ই মধুর
সে যে আসে দুঃখ মুখে॥

অভাব যে তোর বড় আপনার
কাছ ছাড়া নাহি রয়।
থাকে কাছে কাছে বড় ভাল বাসে
নাম কহিবারে যায়॥

বলেন দয়াল সে পথে যাবার
দুঃখই সোপান হয়।
দুঃখ সোপানে করি আরোহণ
তবে তাঁরে লোকে পায়॥

সম্মুখে সোপান আছে অবারিত
উঠিলাম তাহে আমি।
বল বল নাম ওরে ক্ষেপা মন
আসিবেন অন্তর্য্যামী॥

অর্থের অভাবে কেঁদনারে ভাই
(ওই) পরম অর্থ লইয়ে।
আসিছে প্রাণেশ যাবে সব জ্বালা
পড়িবি তুই ঘুমায়ে॥

এ পথ ছাড়ায়ে ও পথে তোমায়
কেবা নয়ে গিয়াছিল।
সংসার পীড়ন রোগ ও অভাব
নহে কিরে তবে ভাল॥

এস এস রোগ প্রণাম তোমায়
দেখালে সুপথ মোরে।
এসরে অভাব থাক অনুক্ষণ
ভাল বাসিব রে তোরে॥

অভাব তোমার থাক চিরকাল
করেছেন আশীর্ব্বাদ।
দয়াল ঠাকুর করুণা করিয়ে
তবু তোর সাধি বাদ ॥

তুই যত মোরে জড়ায়ে ধরিস
(আমি) ছাড়ায়ে পালাতে চাই।
না না তোরে আর ছেড়ে পালাবোনা
আয়রে আয়রে ভাই ॥

আয় আয় রোগ আয়রে অভাব
আয়রে পীড়ন আয়।
আয় মহাশোক আয় অপমান
যা আছিস সব আয় ॥

সবাই মিলিয়া করি গলাগলি
তুলিরে মধুর তান।
জয় জয় গুরু জয় জয় নাম
জয় জয় ভগবান ॥

জয় জয় গুরু জয় জয় নাম
জয় জয় সাধু সঙ্গ।
পাষাণে ফুটিল কমল কুসুম
হরি হরি বড় রঙ্গ ॥

চতুর্থ মাত্রা

ভক্তি নাই বলি সংশয় যেনরে
নাহি আসে তোর চিত্তে।
ডাকিতে ডাকিতে আসিবে ভকতি
পাবি সে অমূল্য বিত্তে ॥
ভক্তির অপেক্ষা করেনা কখন
প্রবল নামের শক্তি।
অনিবার নাম করিলে নিশ্চয়
ছুটিয়া আসিবে ভক্তি ॥
বাধা দিবে তোরে লয় ও বিক্ষেপে
হয়োনা শঙ্কিত তায়।
উচ্চৈঃস্বরে তুমি বলো রাম রাম
তাহাতেই তারা যায় ॥
বলেন দয়াল গুণ গুণ স্বরে
গাহিতে গাহিতে নাম।
আসন ঘেরিয়া হাত তালি দিয়া
নেচে নেচে বলো রাম ॥
অথবা তখনি ছাড়িয়া আসন
একপদে দাঁড়াইয়া।
যুড়ি দুই কর ক্ষমা কর প্রভো
বোলরে তাঁরে কাঁদিয়া ॥
লয় ও বিক্ষেপ পলাইয়া যাবে
তাঁহার নামের গুণে।
হবেরে নিষ্পন্দ সদা গতি তোর
আলোক পাইবি ধ্যানে ॥

তাই বলি মন সময় যে যায়
অবিরাম নাম বল।
হাঁসিতে হাঁসিতে মায়া মোহ সব
পায়ে দলে তুমি চল ॥

ভেবনা অতীত আর ভবিষ্যত্
তাহে কোন ফল নাই।
বর্ত্তমান রক্ষা কর সাবধানে
নামটী লইয়া ভাই ॥

আছেরে দুস্কৃতি যাবে খণ্ডাইয়ে
বলিলে বদনে নাম।
যাবে পাপ তাপ লভিবে শান্তি
হবে পূর্ণ মনস্কাম ॥

শিরায় শিরায় শোণিত স্রোতে
ছুটুক নামের ধ্বনি।
অস্থিতে অস্থিতে হউক অঙ্কিত
রাম নাম মহা বাণী ॥

নির্ভরেতে তুমি হইয়া নির্ভয়
সদা বল নাম ভাই।
এ যে কলিযুগ হরি নাম বিনা
অপর গতি যে নাই ॥

হবে না মরণ হবিরে অমর
সকল ভাবনা যাবে।
এমর জগতে অমরত্ব লভি
উত্তম আনন্দ পথে ॥

ধ্রুবানন্দ তোরে ছাড়িবে না কভু
মহিমানন্দে ডুবিবে।
জ্ঞান ও বিজ্ঞান হেলায় লভিবি
প্রেমানন্দ দেখা দিবে॥

পেয়ে নিত্যানন্দ ডুবে যাবে মন
অনন্তানন্দ কেশবে।
হয়ে বিশ্বানন্দ পূর্ণানন্দ মাঝে
আপনা হারায়ে রবে॥

ভাই বলি ভাই কর নাম সদা
বাজাইয়া করতাল।
নামের ধ্বনি শুনিয়া সভয়ে
দূরে চলে যাক্ কাল॥

জয় ব্রজনাথ জয় হে গোপাল
শ্রীরাধা রমন জয়॥
জয় মা কালিকে জয় হে শঙ্কর
কর মোরে নাম জয়॥

জয় জয় গুরু জয় জয় নাম
জয় জয় সাধু সঙ্গ।
পাষাণে ফুটিল কমল কুসুম
হরি হরি বড় রঙ্গ॥

পঞ্চম মাত্রা

নিশ্চিন্ত হইয়া করিব সাধনা
ভ্রমেও ভেবনা মন।
চিন্তা কভু তোর যাবেনা যাবেনা
দেহে থাকিতে জীবন ॥
(বল) জয় রঘুনাথ জয় হে শ্রীরাম
জয় জয় সীতা কান্ত।
ভজন সাধন জানিনা কো কিছু
শরণাগত নিতান্ত ॥
পথ পানে নাথ চাহিয়া কাতরে
আছি গো আমি বসিয়া।
এস এস প্রভু এ হৃদয় মাঝে
জীবন ধন্য করিয়া ॥
পতিত পাবন পতিত বলিয়া
হেলা কি করিবে মোরে।
তুমি যদি দেব পায়ে ঠেলে যাও
আশ্রয় করিব কারে ॥
হবেনা হবেনা ছাড়িব না কভু
সবই আমার তুমি।
তোমারই হইয়া এ ভব মাঝারে
থাকিলাম সখা আমি ॥
শুন বা না শুন এস বা না এস
গাহিব তোমারই নাম।
দেখি কত দিন থাক তুমি দূরে
আমারে হইয়ে বাম ॥

না– না—নহ বাম তুমি ত কখন
সতত সদয় কান্ত।
অদ্যাপি তোমায় চিনিতে পারিনি
আমি যে বড়ই ভ্রান্ত॥

বনে বা ভবনে সজনে নির্জ্জনে
যখন যেখানে রব।
তব নাম আমি দিবা বিভাবরী
মনের আনন্দে গাব॥

জয় দাশরথি জয় হে দয়াল
জয় জয় দীন বন্ধু।
দাও পার করি অধম কিঙ্করে
এ ঘোর সংসার সিন্ধু॥

না—না—বলিবনা আর কিছু আমি
সকলি জানত প্রভু।
যাহা ইচ্ছা হয় করে যাও তুমি
নামটী নিওনা কভু॥

বড়ই কাঙ্গাল ছিলাম আমি গো
দয়া কোরে নাম দিলে।
কয়লার ময়লা রয় কতক্ষণ
অগ্নির পরশ পেলে॥

মধু হতে মধু সুধা মাখা নাম
মিষ্ট হতেও মিষ্ট।
যে করিবে পান আনন্দে ডুবিয়ে
রহিবেনা কোন কষ্ট॥

কলির জীবের সঙ্কীর্ত্তন বিনা
অপর পথ ত নাই।
রাম রাম জয় শ্রীরাম শ্রীরাম
জপনা রসনা ভাই॥

জীবের তরে শ্রীগৌরাঙ্গ দেব
সকলি তুচ্ছ করিয়া।
নিত্যানন্দে লয়ে সাজিয়া সন্ন্যাসী
বেড়ালেন নাম দিয়া॥

করুণায় তাঁর কত পাপী তাপী
উদ্ধার হইয়া গেল।
পেয়েছ সে নাম বিলম্ব ক'রোনা
রাম রাম সদা বল॥

সে অদ্বৈত প্রভু বেদ ও বেদান্ত
দর্শন শাস্ত্রে পড়িয়া।
করিতেন নাম দিবা রাতি তিনি
ভক্তি প্রেমেতে মাতিয়া॥

নাম অধিকারী শুধু যে পাতকী
এ কথা ভেবনা মনে।
নামেতেই সবে আছেন ডুবিয়া
যিনি যত্ত যে সাধনে॥

উচ্চ নীচ দীন নাহি ভেদাভেদ
সবাই নামের দাস।
কিবা যোগী জ্ঞানী অথবা তান্ত্রিক
সবে করে নাম আশ॥

যবন হইয়া হরিদাস সাধু
দেখাল নামের শক্তি।
মরণ দণ্ড নিল শির পাতি
এমনি নামেতে ভক্তি॥

বাইশ বাজারে তাহারে করিল
বিষম বেত্রাঘাত।
(তবু) ছাড়িল না নাম গাহিল সঘনে
জয় জয় প্রাণ নাথ॥

জয় হে কেশব জয় হৃষীকেশ
জয় জয় রাধা কান্ত।
জয় হে গোপাল বাঁকা বংশীধারী
আমি তোমারি নিতান্ত॥

ক্ষম অপরাধ ইহাদের তুমি
প্রার্থনা করি চরণে।
আমি তোমারি তুমি গো আমারি
জীবনে আর মরণে॥

এমনি করিয়া সহিয়া পীড়ন
করেছেন নাম তাঁরা।
নাহিরে পীড়ন নাহিরে প্রহার
তবে কেন নাম হারা॥

ভক্ত রঘুনাথ রূপ সনাতন
নরোত্তম গদাধর।
শ্রীজীব প্রভৃতি মধুময় নাম
জপিতেন নিরন্তর॥

সে মহা প্লাবনে ভেসেছিল গ্রাম
ডুবেছিল কত দেশ।
কত যে ভক্ত গাহিলেন নাম
নাহিক তাহার শেষ॥

জয় জয় গুরু জয় জয় নাম
জয় জয় সাধু সঙ্গ।
পাষাণে ফুটিল কমল কুসুম
হরি হরি বড় রঙ্গ॥

ষষ্ঠ মাত্রা

পরাজিত হয়ে ইন্দ্রিয় সংগ্রামে
কাঁদিও না ওরে মন।
অবশ্য জিনিবে ইন্দ্রিয় নিকরে
নামে কর প্রাণ পণ ॥
কামিনী কিঙ্কর শ্রীতুলসী দাস
কেবল নামের গুণে।
হইলেন মুক্ত সংসার পাশেতে
রাম রাম নাম গানে ॥
গাহিলেন নাম যামুনাচার্য্য
অদ্বৈত মত খণ্ডিয়া।
বাসনা তাঁহার করিলেন পূর্ণ
রামানুজ প্রাণ দিয়া ॥
সেই পূর্ণাচার্য্য রামানুজ গুরু
সদামত্ত নাম ধ্যানে।
শূদ্র কাঞ্চী পূর্ণ সাধনের ধনে
বাঁধিয়া ভক্তি বাঁধনে ॥
স্বামী রামানুজ প্রচারিলা নাম
ধরিয়া সন্ন্যাসী বেশ।
এখনও যাঁহার নাম নিলে পরে
নত হয়ে পড়ে দেশ ॥
আচার্য্য শঙ্কর গাহিলেন নাম
জ্ঞানের ভিতর দিয়া।
উঠিয়াছে কত স্তব স্তুতিগান
(তাঁর) ভক্তি সাগর মথিয়া ॥

ওই মধ্বাচার্য্য নামেতে পাগল
নামেতে ডুবিয়া রন।
পুত্র কন্যা নাম রাখ তাঁর নামে
ওই কথা তিনি কন॥

নামের বলেতে নিম্বকাচার্য্য
করেন তপনে বন্দী।
ওই বল্লভাচার্য্য নামের সেবক
না ছাড়ি ভোগের ফন্দী॥

নামের মহিমা প্রচারিল তুকা
করতাল ধরি করে।
বিঠোবা সম্মুখে করি নাম গান
ভাসিল নয়ন নীরে॥

রামানন্দ মুখে শুনি রাম রাম
কবির লইল নাম।
সার্থক জনম হইল তাঁহার
পুরিল মনস্কাম॥

গাহিল নানক আর বামদেব
নামের মহিমা গান।
বেশ্যার দাস সে বিল্বমঙ্গল
লভিল নামেতে ত্রাণ॥

গাহিলেন নাম কেন্দু বিল্বগ্রামে
জয়দেব কবিবর।
দেহি পদ পল্লবং লিখিলেন যেথা
আপনি মুরলী ধর॥

দ্বিজ চণ্ডীদাস গাহিলেন নাম
মধুর রসে ডুবিয়া।
কবি বিদ্যাপতি নিরত নামেতে
তাঁহারি প্রেমেতে মজিয়া॥

শ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামী কুম্ভক করিয়া
থাকিতেন নাম ধ্যানে।
পাষাণ প্রতিমা সচল করিয়া
দেখালেন উমা চরণে॥

(সেই) নাম ব্রহ্ম করিয়া স্থাপন
ভগবান দাস ভক্ত।
অহরহ জপি হরেকৃষ্ণ নাম
হইয়া গেছেন মুক্ত॥

কিছুদিন আগে রামকৃষ্ণদেব
দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া।
করি নাম গান মাতালেন দেশ
জীবের কষ্ট নাশিয়া॥

বলে বিজয় কৃষ্ণ শ্বাসে শ্বাসে নাম
জপবে দিবস যামী।
প্রচারিল নাম আচার্য্য কেশব
(আর) বিবেকানন্দ স্বামী॥

ভক্ত রামপ্রসাদ দ্বিজ নিল কণ্ঠ
বিখ্যাত জগতে নামে।
সংসার সংগ্রামে লভিয়া বিজয়
গেছেন অমর ধামে॥

পওহারী বাবা সিদ্ধ খামা ক্ষেপা
নামেতে হইলা মুক্ত।
ভাবনা কিছুই থাকে না তাঁদের
যাহারা নামের ভক্ত॥
যোগী পঞ্চানন কুমার বিজয়
প্রণবানন্দ স্বামী।
আর কৃষ্ণানন্দ প্রচারিয়া নাম
মরণের পার গামী॥
জীবের যাতনা নাশিবার তরে
নাম দিলা জগবন্ধু।
উত্তমানন্দ গাহিলা সঘনে
জয় জয় কৃপাসিন্ধু॥
করুণাময়ী হল উন্মাদিনী
নাম সুধা করি পান।
গাহে ভোলানন্দ হরি হরানন্দ
জীবেরে করিতে ত্রাণ॥
জয় জয় গুরু জয় জয় নাম
জয় জয় সাধু সঙ্গ।
পাষাণে ফুটিল কমল কুসুম
হরি হরি বড় রঙ্গ॥

সপ্তম মাত্রা

গাও গাও সদা সরস রসনা
রাম রাম জয় রাম।
ডাকিলে শ্রীহরি কোলে তুলে লয়ে
দেখান আপন ধাম॥
ওই যে শঙ্কর ধরি নর-কায়
তারিতে পাতকী দলে।
আবরি নিজেরে সংসারীর বেশে
নাম দেন কত ছলে॥
পথের ধূলায় পতিত তৃণেরে
করিয়া জীবন দান।
ভাষা দিয়া তারে মুখর করিয়া
শুনেন আপন গান॥
হের হের ওই শ্রীরাম দয়াল
জীবন্মুক্ত যোগীরাজ।
মাতিয়া উৎসবে গাহিছেন নাম
ধরিয়া গৃহীর সাজ॥
মধু মাখা যাঁর অভয় বাণীতে
জুড়ায় তাপিত হিয়া।
অনন্ত আশ্বাসে প্রাণ পেয়ে মৃত
সাধনে যায় ডুবিয়া॥
ত্যাগই যাঁহার জীবনের ব্রত
ত্যাগই যাঁহার ধর্ম্ম।
ত্যাগই যাঁহার সকল সাধনা
ত্যাগই যাঁহার মর্ম্ম॥

সেই চির ব্রহ্মচারী জ্ঞানের সাগর
নকুলেশ তল বাসী।
পাতকী জীবেরে করুণা করিয়ে
বিতরেন নাম হাঁসি॥

স্বাধ্যায় সিদ্ধ যোগব্রহ্মানন্দ
ভক্ত শিবরাম ধীর।
হিমকর মত কমনীয় যিনি
সম সমুদ্র গম্ভীর॥

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনেতে যিনি
ডুবিয়া আছেন নিত্য।
বলিছেন নাম দিতেছেন পথ
যাহা সনাতন সত্য॥

নামের সাধক শ্রীকেদারনাথ
যোগেন্দ্র পণ্ডিতবর।
করিছেন নাম প্রচার তাঁহারা
আর ভক্ত ছত্রেশ্বর॥

পাতকী তারিতে যে জন করে গো
আপন সাধন দান।
রক্ষেণ তাঁহারে বক্ষেতে করিয়া
সেই সর্ব্ব শক্তিমান্॥

গাহিছে হীরেন্দ্র গাহে উদ্বোধন
গৌড়ীয় তুলেছে গান।
গাহে জীতেন্দ্র কুলদা প্রসাদ
ওই গাহিছে মহা নির্ব্বাণ॥

সনাতন নাম জাগাতে ভারতে
পঞ্চানন তর্করত্ন।
লক্ষণ শাস্ত্রীর সহ একযোগে
করিছেন কত যত্ন॥
আর্য্য নর পতি ও শশি শেখর
রক্ষিতে নামের মান।
প্রচারিতে পুনঃ বৈদিক ধর্ম্ম
গাহেন সঁপিয়া প্রাণ॥
ভক্ত শিরোমণি অতুল খগেন্দ্র
মাতিয়া প্রেম পুলকে।
ভক্তি মন্ত্র দিয়া পতিত জীবেরে
লইয়া যান আলোকে॥
সাধন সমর আশ্রমেতে ওই
হয় নাম অবিরাম।
গাহে দুর্গাচরণ ওই সিদ্ধ বাবা
শ্যামাচরণ গুণধাম॥
ওই যে লাহোরে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ
সাহান্ সু নাম ধরি।
ভগবান্ দাসেরে লইয়া সাথেতে
বেড়ান নাম প্রচারি॥
সন্ত সদ্গুরু রাধাস্বামী ওই
করিয়া আলোক দান।
সংস্রার হতে আরম্ভিয়া কার্য্য
সে ধামে লইয়া যান॥

মহামণ্ডলেতে জ্ঞানানন্দ স্বামী
দেখান আলোক রাশি।
প্রচারেন নাম দয়ানন্দ সনে
এ ঘোর আঁধার নাশি॥

এখনও ওই যে নবদ্বীপ হতে
উঠিছে নামের ধ্বনি।
ওই ত নামের আদিম নিবাস
ওই নামের খনি॥

নর নারী সবে দিয়ে করতালি
গাহিছে সতত নাম।
মরি মরি মরি মনোরম দেশ
মর্ত্ত্যের বৈকুণ্ঠ ধাম॥

চরণ কিঙ্কর ভক্ত রামদাস
গান নাম অবিরত।
ঐ নিতাই গৌর রাধা শ্যাম রবে
হয় ধরা মুখরিত॥

আমার গোরার পরম সেবক
বিশ্বরূপ ভক্ত বর।
আর দীনেশ ললিতা আপনা ভুলিয়া
গান নাম নিরন্তর॥

তারকব্রহ্ম নাম করেন প্রচার
প্রাণগোপাল সঘনে।
কম্পিত করি সারাটী ধরণী
স্পর্শিছে নাম গগনে॥

পাতাল বাবা করিছেন নাম
সতত আপন মনে।
ভক্ত বংশীধর ডাকিছেন সদা
সেই সে বংশী বদনে॥

তেতেরিয়ায় ওই রামের কিঙ্কর
নাম মাঝারে ডুবিয়া।
গাহিছেন নাম অবিরাম তিনি
নামেতে প্রাণ সঁপিয়া॥

পরম গুরুর সে পুণ্য আশ্রমে
নাম হয় দিবা যামী।
জয় মহাবীর লক্ষ্মী নারায়ণ
জয় দামোদর দাস স্বামী॥

দেওঘরে ওই বালানন্দ স্বামী
নাম পথ বিতরিয়া।
সংসার পীড়িত পতিত জনেরে
সহাস্যে যান লইয়া॥

মণিপুরে ওই ভক্ত ব্রহ্মচারী
লইয়া পাগল খ্যাতি।
রামদাস আদি ভক্তগণ সহ
করিছেন নাম নিতি॥

তপোবনে গায় মহিমানন্দ
আপনা পাশরি রঙ্গে।
ওই নিত্যানন্দ আর জ্ঞানানন্দ
গাহিতে তাঁহার সঙ্গে॥

জাখরা আশ্রমে গাহে ব্রহ্মানন্দ
তাঁহার মহিমা গান।
যে জন হরির লইবে আশ্রয়
সে জন পাইবেন ত্রাণ॥

ওই নাম যজ্ঞ করিছেন সদা
দয়াময় দয়ানন্দ।
নামেতে মাতিয়া ভকত সকলে
লভিছে পরমানন্দ॥

নামের পাগল ক্ষেপা হরনাথ
সঙ্গে লইয়া ঘরণী।
দেশে দেশে ওই নামের প্রচার
করেন দিবস যামিনী॥

প্রেমের সাধক নিগমানন্দ
মাতিয়া নামেতে তাঁর।
কভু জ্ঞান যোগ কভু প্রেম পথ
নিত্য করেন প্রচার॥

তিব্বতী বাবা দিতেছেন পথ
রচিয়া আশ্রম পুণ্য।
প্রসাদে তাঁহার রোগ দূরে যায়
হয় গো পাতকী ধন্য॥

নিরালম্ব স্বামী গাহিছেন নাম
সাজিয়া জ্ঞানীর সাজে।
নির্জ্জন কুটীরে করিছেন ধ্যান
তাঁহার প্রেমেতে মজে॥

কাঞ্চন নগরে কমলানন্দ
তুলেছে নামের তান।
নামের প্রভাবে বিশুদ্ধানন্দ
গন্ধ করেন দান॥

ভক্তির বাঁধনে নীলকান্ত মণি
বাঁধিয়া শ্রীনীলকান্ত।
নাম লীলাগুণ প্রচারি জগতে
নাশেন জীবের ধ্বান্ত॥

সুগায়ক যোগী মন্মথনাথ
মগ্ন সদা নাম গানে।
দ্বাদশ মৃদঙ্গ অতিক্রম করি
(যাঁর) কণ্ঠ পরশে গগনে॥

ওই ত্রিশত বৎসর সমাধি নিরত
ব্রহ্মর্ষি গৌড়েন্দ্রযোগী।
ত্রিবেণী আশ্রমে গাহিছেন নাম
পতিত জীবের লাগি॥

করিছেন নাম করুণাময়
করিয়া চক্র রচনা।
দশবর্ষ ধরি সাধন সমিতি
করিছে নামের ঘোষণা॥

কপিল আশ্রমে সাংখ্য শাস্ত্রবিৎ
পরম পণ্ডিত জ্ঞানী।
আছেন নিরত সদা নাম ধ্যানে
পথিকেরে পথ দানি॥

ওই যে মহান্ ওই যে উদার
আনন্দময় সন্ন্যাসী।
মত্ত নাম গানে ভক্তগণে লয়ে
উত্তম আশ্রমে বসি ॥

কর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি ত্রিধারায় তিনি
করাইয়া শিষ্যে স্নান।
আনন্দ দানিয়া স্বামী ধ্রুবানন্দ
সে পথে লইয়া যান ॥

আরও কত ভক্ত আছেন ধরায়
জানিনা তাঁদের নাম।
সবার চরণে করিয়া প্রণাম
লভিব পরম ধাম ॥

সবাই সে জন সকলেই তিনি
সবই বিভূতি তাঁর।
গুরু শাস্ত্র পথে যেতে যেন পারি
করি ভক্ত পদ সার ॥

এত আলো তোর জ্বলিছে চৌদিকে
কিসের ভাবনা আর।
ডুবে যারে তুই আলোক সাগরে
জপি নাম সুধাধার ॥

না আছে বৈরাগ্য কিবা ক্ষতি তায়
কর নাম অনিবার।
আসিয়া বৈরাগ্য ছুটিতে ছুটিতে
করে দিবে তোরে পার ॥

তবু ওরে ক্ষেপা বলিবি না নাম
নাচিবিনা নাম লয়ে।
পলে পলে তোর চলে গেল আয়ুঃ
জীবন গেলরে বয়ে ॥

(বল) জয় জয় গুরু জয় জয় নাম
জয় জয় সাধু সঙ্গ।
পাষাণে ফুটিল কমল কুসুম
হরি হরি বড় রঙ্গ ॥

অষ্টম মাত্রা

পড়িলে শুনিলে হবে না রে কিছু
সাধন করাটী চাই।
বিনা সাধনেতে পাবি না শান্তি
কোন যুগে ওরে ভাই॥
নহেরে কঠিন কলির সাধন
অতীব সহজ সাধনা।
রসনায় শুধু রাম রাম রাম
করিতে হইবে রটনা॥
যাইবি তরিয়া হাসিতে হাসিতে
ভীম ভব পারাবার।
যুগ যুগান্তরে কর্ম্ম ভুমি মাঝে
আসিতে হবেনা আর॥
দিয়াছেন গুরু পেয়েছিস রস
কেন না বলিবি নাম।
অন্য কথা লয়ে থাকিবি মাতিয়ে
পাশরিয়ে প্রাণারাম॥
অমৃত সাগর মন্থন করিয়া
উঠিয়াছে দুটী বর্ণ।
বলিলে যাইবে পাতক সকল
শুনিলে জুড়াবে কর্ণ॥
জপি সেই নাম দস্যু রত্নাকর
হইলেন মুণি শ্রেষ্ঠ।
নামে অজামিল জগাই মাধাই
তরিলা হইয়াও দুষ্ট॥

(কবে) প্রতি অঙ্গে অঙ্গে লিখিব গো নাম
শ্বাসে শ্বাসে নাম জপিব।
রাম রাম বলি করিব করম
রাম নাম নিয়ে ঘুমাব॥

দেখিব স্বপন রাম নাম মাখা
রাম রাম বলি জাগিব।
প্রতি তারকায় হেরিয়া গো নাম
আপনা পাশরি কাঁদিব॥

গগন মাঝারে করিয়া যতন
রাম নাম আমি আঁকিব।
নদীর কিনারে একাকী বসিয়া
সুধা মাখা নাম গাহিব॥

থাকিবে না কিছু অপর বলিয়া
সকলে আপন করিব।
রাম রাম রাম মধুময় নাম
একান্তে বসিয়া স্মরিব॥

কভু বা নামেতে হইয়া পাগল
হাত তালি দিয়া নাচিব।
নয়নের জলে ভেসে যাবে বক্ষ
অবাক হইয়া থাকিব॥

মান অপমান যাহা কিছু আছে
রামের চরণে ঢালিব।
আমার আমিত্ব হারায়ে ফেলিয়া
তাঁহারি হইয়া যাইব॥

আসিবে প্রাণেশ হাসিতে হাসিতে
চরণে জড়ায়ে ধরিব।
তাঁহারে সোহাগে হৃদয় মাঝারে
সুদৃঢ় বাঁধনে বাঁধিব ॥

কব কাণে কাণে অতি ধীরে ধীরে
এই কি তোমার কাজ।
পাঠায়ে সংসারে আমারে একাকী
কোথা ছিলে রসরাজ ॥

মনে কি পড়েনি বারেকের তরে
এই অভাগার কথা।
বাজেনিকি কভু তোমার হৃদয়ে
আমার বিরহ ব্যথা ॥

(নাগো) নানারূপে তুমি এসেছিলে নাথ
পারিনি আমি চিনিতে।
কত রূপে তুমি দিয়াছ গো ধরা
পারিনি আমি ধরিতে ॥

আর যেন ভুলে যেওনা ছাড়িয়া
ওহে হৃদয়ের স্বামী।
রাখ রাখ প্রভু রাখ রাখ নাথ
ধরে রাখ মোরে তুমি ॥

কও কথা কও নীরব থেকনা
কতদিন পরে দেখা।
আছে অপরাধ বহু বহু মম
ক্ষমা কর প্রাণ সখা ॥

তোমার হইয়া রহিনু আমি গো
একবার কথা কও।
মোর সকল বাসনা হইবে পূরণ
তুমি যদি সাড়া দাও ॥

নামের সাধক কেনরে কাতর
এই যে রয়েছি আমি।
নামেতে আমাতে নাহি কোন ভেদ
যেই নাম সেই নামী ॥

ক'রে দিব পার সংসার হইতে
নাহি তোর কোন ভয়।
রাখি সেই জনে বুকে করে আমি
যেবা মোর নাম লয় ॥

নিজে কর নাম কররে প্রচার
আমিরে সহায় তোর।
চির বন্দী রব কাটিব না কভু
সাধের বাঁধন ডোর ॥

শুন্‌লিরে ক্ষেপা নামের মহিমা
বল নাম্ অনিবার।
দুবাহু তুলিয়া রাম রাম বলি
নেচে নেরে একবার ॥

জয় দাশরথি জয় হে দয়াল
জয় জয় প্রাণ কান্ত।
আমি হে তোমার তুমি গো আমার
শান্ত কর মোর স্বান্ত ॥

জয় রঘুনাথ জয় সীতাপতি
জয় সর্ব্বদুঃখহারী—
নব দূর্ব্বাদল যিনি কলেবর
জয় ধনুর্ব্বাণ ধারী ॥

লক্ষ্মণ অগ্রজ ভরত পালক
জয় শ্যামল সুন্দর।
রাবণ ধ্বংসক দেবতা বন্দিত
জয় প্রেম পুরন্দর ॥

সুগ্রীব সেবিত বালি বিনাশক
জয় দশরথ পুত্র।
হনুমদর্চ্চিত ভক্ত উদ্ধারক
ছেদক কর্ম্ম সূত্র ॥

কমনীয় দেহ সীতা মনোহর
(জয়) সাধক চিত্ত নিবাসী।
ব্রহ্মাদি দেবতা পূজিত চরণ
(জয়) দুরন্ত কৃতান্ত শাসী ॥

বৈদেহী নয়ন রঞ্জন অঞ্জন
(জয়) অযোধ্যা নায়ক রাম।
সর্ব্বগুণাকর কৌনপ শাসক
(জয়) নাশক ভীষণ কাম ॥

করিহে প্রণাম শত শত বার
চরণ যুগলে তব।
কিঙ্কর বলিয়ে রেখো নাথ মনে
যাবৎ পৃথক রব ॥

রসনা আমার অনিবার যেন
করে তব নাম পান।
নামানন্দ রসে আপনা পাসরি
ডুবে থাক মোর প্রাণ॥
জয় জয় রাম জয় জয় নাম
জয় জয় যুগ শ্রেষ্ঠ।
জয় জয় সাধু জয় জয় ভক্ত
জয় জয় নাম মিষ্ট॥
জয় দাশরথি জয় শিবরাম
জয় হে রাম দয়াল।
কৃপায় তোমার বোবা কথা কয়
পলাইয়া যায় কাল॥
জয় জয় গুরু জয় জয় নাম
জয় জয় সাধু সঙ্গ।
পাষাণে ফুটিল কমল কুসুম
হরি হরি বড় রঙ্গ॥

মিলন

১

সে এক মিলন দেশ
সেথা শান্ত স্তব্ধ মুখরা প্রকৃতি
না আছে দিবস নাহিক রাতি
নাহিক বিষাদ লেশ।

হর্ষ সেথায় পড়েছে ঘুমায়ে
দ্বন্দ্ব গিয়াছে কোথা পলাইয়ে
আছে নিত্য আনন্দ বেশ॥

২

সেই সে আনন্দ খনি।
থাকিতে থাকিতে আপন স্বরূপে
সাধ হোলো তাঁর খেলি বিশ্বরূপে
ঝলকিল যেন মণি।

জ্যোতির্ম্ময় সেই গোলক হইতে
জ্যোতির কণিকা ছুটে চারিভিতে
(হাসি) জাগিলা প্রকৃতিরাণী॥

৬

এই প্রথমে মিলন গান।
মিলনে উৎপত্তি মিলনেতে স্থিতি
মিলনেই এর শেষ পরিণতি
মিলন বিশ্বের প্রাণ।
মিলম দেবতা তোমার সকাশে
এসেছি আজি গো মিলনের আশে
করহে মিলন দান॥

শ্রীরামার্পণমস্তু।

— সমাপ্ত —

দি ওরিয়েণ্টাল আর্ট প্রিণ্টার্স।
চন্দননগর।